হাইড্রোকার্বন ইউনিট

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯ – ২০২০

হাইড্রোকার্বন ইউনিট

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১৫৩,পাইওনিয়ার রোড

সেগুনবাগিচা, ঢাকা

www.hcu.org.bd

এ এস এম মঞ্জুরুল কাদের
মহাপরিচালক
হাইড্রোকার্বন ইউনিট
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের বাৎসরিক কর্মকান্ড নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা নিত্যনৈমিত্তিক দায়িত্ব। হাইড্রোকার্বন ইউনিটের উন্নয়ন কর্মকান্ডসহসার্বিক কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত নিয়ে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের প্রণীত এ বার্ষিক প্রতিবেদনে হাইড্রোকার্বন ইউনিট সংশ্লিষ্ট গৃহীত কার্যক্রম ও সাফল্যের প্রতিফলন ঘটেছে। দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ে আগ্রহী পাঠকের চাহিদা পূরণে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে জ্বালানি খাতের গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

দেশের প্রাথমিক ও বাণিজ্যিক জ্বালানির প্রধান উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। সরকার প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সরকার কর্তৃক স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে দৈনিক গ্যাস উৎপাদন ২৪২৩.৩১ মিলিয়ন ঘনফুট এবং দৈনিক এল এন জি আমদানি ৫৫৪.৩২ মিলিয়ন ঘনফুট মোট (২৪২৩.৩১+৫৫৪.৩২)=২৯৭৭.৬২ মিলিয়ন ঘনফুট অতিক্রম করেছে যা দৈনিক গ্যাস চাহিদা প্রায় ৩৫০৮ মিলিয়ন ঘনফুটের কাছাকাছি ।

সরকার দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে তেল, গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধান এবং উন্নয়নে সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশী বিনিয়োগ নিশ্চিত করেছে। ফলে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে দেশের তেল, গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধান কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করছি।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার জন্য সাধুবাদ জানাচ্ছি।

(এ এস এম মঞ্জুরুল কাদের)
মহাপরিচালক
হাইড্রোকার্বন ইউনিট

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম খন্ড	৩
হাইড্রোকার্বন ইউনিটের পরিচিতি	৪
হাইড্রাকার্বন ইউনিটের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৈশলগত উদ্দ্যেসমূহ	৪
হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কার্যাবলি	৪-৫
হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর সিটিজেন্স চার্টার	৫-১০
হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সাংগঠনিক কাঠামো	১০
জনবল কাঠামো	১০
মানব সম্পদ উন্নয়ন	১১
হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ	১২
হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	১২
হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দেশীয় এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	১৩-১৪
হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটি	১৫-১৭
দ্বিতীয় খন্ড	
বাজেট কাঠামো	১৮
মিশন স্টেটমেন্ট	১৯
হাইড্রোকার্বন ইউনিট কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ	১৯
হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ইউনিটওয়ারি ব্যয়	১৯
প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ	২০
কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা	২০
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের অর্থনৈতিক কোড কোডওয়ারি মোট রাজস্ব প্রাপ্তি	২০
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের অর্থনৈতিক কোড ভিত্তিক উদ্বৃত্ত হিসাব বিবরণী	২১-২২
তৃতীয় খন্ড	
হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সম্পাদিত কার্যক্রম	২৩
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ	২৪-৩৮
বিবিধ প্রতিবেদনসমূহ	৩৯
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর হাইড্রোকার্বন ইউনিট তথ্য ও মতামত প্রদান করেছে	৪০
চতুর্থ খন্ড	
হাইড্রোকার্বন ইউনিটের অর্জন	৪১
বিদেশী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও দেশীয় জ্বালানী বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে জ্বালানী সেক্টরের উপর হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক জানুয়ারি ২০০৯ হতে মে ২০২০ পর্যন্ত মোট ২৩৮টি বিশ্লেষণধর্মী কারিগরি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা	৪২-৪৩
পেট্রোবাংলা ও বিপিসি'র ব্যবহারের জন্য ৩টি সফটওয়ার ডেভেলপ করে পেট্রোবাংলা ও বিপিসি কে হস্তান্তর করা	৪৩
জানুয়ারী ২০০৯ এর পূর্বের কার্যক্রমের সাথে বর্তমান সরকারের কার্যক্রমের তুলনামূলক বিশ্লেষণ	৪৩
বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বর্ণনা (২০০২-২০০৮)	৪৪

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প	৪৪
অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড	৪৫
পঞ্চম খন্ড	
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে অর্জন	৪৬
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে সাফল্য ও সম্ভাবনা	৪৭
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে উন্নয়নের চিত্র	৪৭
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে উন্নয়নের চিত্র	৪৮
এক নজরে গ্যাস সেক্টর জুন, ২০২০	৪৯
তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) চিত্র	৪৯-৫০
বাংলাদেশের অন্যান্য খনিজ সম্পদের চিত্র	৫১
সুনীল অর্থনীতির (Blue Economy) চিত্র	৫১-৫২
জ্বালানি নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম	৫২-৫৩
জ্বালানি খাতে ICT তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের চিত্র	৫৩-৫৪
জ্বালানি খাতে আইন, নীতি, বিধি, পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয়ের চিত্র	৫৪

প্রথম খন্ড

- হাইড্রোকার্বন ইউনিটের পরিচিতি
- হাইড্রাকার্বন ইউনিটের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কার্যাবলি
- হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর সিটিজেন্স চার্টার
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সাংগঠনিক কাঠামো
- জনবল কাঠামো
- মানব সম্পদ উন্নয়ন
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দেশীয় এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ
- হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটি

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের পরিচিতি

জ্বালানি খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমে পরামর্শ প্রদান, দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণ এবং তাঁদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এবং রাজকীয় নরওয়ে সরকারের আর্থিক সহায়তায় প্রণীত ২টি সমীক্ষা প্রতিবেদনে হাইড্রোকার্বন ইউনিটকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের Technical Arm/কারিগরী ইউনিট হিসেবে সৃজনের সুপারিশ করে। এ লক্ষ্যে রাজকীয় নরওয়ে সরকারের আর্থিক অনুদান এবং Norwegian Petroleum Directorate (NPD) এর কারিগরী সহায়তায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের প্রথম পর্যায়ের কর্মকান্ড [Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-I)] বিগত জুলাই ১৯৯৯-এ শুরু হয়ে মার্চ ২০০৬ পর্যন্ত চলে। প্রথম প্রর্যায়ের কর্মকান্ড সফল সমাপ্তির পর নরওয়ে সরকারের আগ্রহ এবং আর্থিক অনুদানে হাইড্রোকার্বন ইউনিট দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প হিসেবে [Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-II)] পুনরায় এপ্রিল ২০০৬ হতে কার্যক্রম শুরু করে যা ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত চলে। তবে দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্পের এ আর্থিক অনুদান এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। অপরদিকে, সরকার বিগত মে ২০০৮ সালে হাইড্রোকার্বন ইউনিট-কে একটি স্থায়ী কাঠামো হিসেবে রূপদান করে। এ ধারাবাহিকতায় হাইড্রোকার্বন ইউনিটে জনবল নিয়োগের বিধিমালা চূড়ান্ত করা হয় এবং গত ২২ জুলাই ২০১৩ তারিখে বিধিমালাটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। তারপর ০১ জানুয়ারি ২০১৪ সাল হতে হাইড্রোকার্বন ইউনিট রাজস্ব বাজেটে পরিচালিত হচ্ছে।

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ

রূপকল্প (Vision): নীতি নির্ধারণে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে কারিগরী সহায়তা প্রদান।

অভিলক্ষ্য (Mission): জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ সেক্টরের হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক কারিগরী পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা শ্চিতকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objective): জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।

সার্বিক কর্মকান্ড বা কার্যাবলীঃ

হাইড্রোকার্বন ইউনিটে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে অদ্যবধি যে সমস্ত কার্যক্রম চলে আসছে তার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হ'লঃ

- "Gas Reserve and Production" শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ;
- "Gas Production and Consumption" শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- তৈল ও গ্যাসের মজুদ ও সম্ভাব্য উৎস নিরূপন ও হালনাগাদকরণ;
- জ্বালানী সংক্রান্ত ডাটাবেস এর হালনাগাদকরণ ও সম্প্রসারণ;
- উৎপাদন বন্টন চুক্তি এবং যৌথ উদ্যোগ চুক্তি বিষয়ে মতামত প্রদান;
- জ্বালানীর অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক বাজার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ;
- তৈল ও গ্যাসের অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদন এর পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা;
- জ্বালানী খাতের সংস্কার বিষয়ে সুপারিশকরণ এবং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;
- বেসরকারী খাতের সহিত যোগাযোগ করাসহ আগ্রহী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান;
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, চুক্তি ও সমঝোতায় অংশগ্রহণ;
- গ্যাসের উৎপাদন ও ডিপ্লেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;

- পেট্রোলিয়াম পরিশোধন, সংরক্ষণ ও বিপণন কার্যাদি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;
- পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের চাহিদা, বাজারজাত পর্যালোচনাসহ পরিবীক্ষণ কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদান;
- মাইনিং সংক্রান্ত প্রস্তাবের উপর মতামত প্রদানসহ পরামর্শ প্রদান;
- কয়লাসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদ বিষয়ক আইন-কানুন এবং নীতিমালা প্রভৃতি বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান;
- জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর সিটিজেন্স চার্টার

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতিঃ

ক. দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উন্নয়ন, সঞ্চালন, বিতরণ;

খ. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে কারিগরী সেবা প্রদান;

গ. মানব সম্পদ উন্নয়ন।

নাগরিক সেবাঃ

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী ও ই-মেইল)
১.	তথ্য কেন্দ্র	• অতীত এবং বর্তমানের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের হালগানাগদকরণের প্রতিবেদন, গ্যাস উৎপাদন ও মজুদের মাসিক এবং বার্ষিক প্রতিবেদন, বিভিন্ন গ্যাস ফিল্ডের মাসিক গ্যাস, কনডেনসেট ও পানি উৎপাদনের তথ্য ভান্ডার। • জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাজে তথ্য সরবরাহ করা হয়।	আবেদন	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) সপ্তাহ	জনাব মেহেদী হাসান উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা পিএসসি) ফোনঃ ৮৩৯১৩৬০ মোবাঃ ০১৭২০০৬৩৮৮৬ ই-মেইলঃ mahadehe@hcu.org.bd
২.	পাঠাগার/গ্রন্থাগার সেবা	• অতীত ও হালনাগাদ সময়ের গবেষণাপত্র, দেশী-বিদেশী বই, জার্নাল এবং প্রকাশনায় সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। • এখানে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের প্রকাশিত প্রতিবেদনসমূহ ও অন্যান্য সংগৃহিত পুস্তক ও তথ্য গবেষণা এবং অধ্যয়নের জন্য সকলের নিকট উন্মুক্ত।	আবেদন	বিনামূল্যে	তাৎক্ষনিক	জনাব শিহাব মাহমুদ সহকারী পরিচাল (রিজার্ভয়ার ও উৎপাদন)) ফোনঃ ৮৩৯১১১৩ মোবাঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ ই-মেইলঃ shihab@hcu.org.bd

প্রাতিষ্ঠানিক সেবাঃ

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী ও ই-মেইল)
১.	অনুসন্ধান ও উৎপাদন	• তৈল/গ্যাস/কয়লা সম্পদ মুল্যায়ন, অনুসন্ধান ও উৎপাদন সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করা; • তৈল/গ্যাস/কয়লা সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করা; • তৈল/গ্যাস/কয়লার মজুদ পুনঃনিরীক্ষণ করা; • উৎপাদিত তৈল/গ্যাস/কয়লার ক্ষেত্রে কার্যাবলির নিয়মিত মনিটরিং করা; • তৈল/গ্যাস/কয়লার ডিপ্লেশন ব্যবস্থাপনা করা; • তৈল/গ্যাস/কয়লা বিষয়ক ভূ-তাত্ত্বিক ও ভূ-পদার্থিক তথ্য সংগ্রহকরণ ও বিশ্লেষণ করা।	-	-	প্রয়োজন অনুযায়ী	মোঃ জাকির হোসেন পরিচালক (অনুসন্ধান ও উৎপাদন) ফোনঃ ৮৩৯১০৮৫ মোবাঃ ০১৭১১০৩৭৯৮৭ ই-মেইলঃ jkir4222@gmail.com ও জনাব শিহাব মাহমুদ সহকারী পরিচাল (রিজার্ভয়ার ও উৎপাদন)) ফোনঃ ৮৩৯১১১৩ মোবাঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ ই-মেইলঃ shihab@hcu.org.bd
২.	নীতিমালা ও উন্নয়ন	• জ্বালানীর মূল্য ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা; • জ্বালানী নীতি সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করা; • জ্বালানী নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করা; • জ্বালানী সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করা; • পিএসসি সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করা; • তৈল ও গ্যাস সেক্টরের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করা; • প্রশাসনিক ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা।	-	-	প্রয়োজন অনুযায়ী	মোঃ জাকির হোসেন পরিচালক (নীতিমালা ও উন্নয়ন) মোবাঃ ০১৭১১০৩৭৯৮৭ ফোনঃ ৮৩৯১০৮৫ ই-মেইলঃ jkir4222@gmail.com
৩.	পরিকল্পনা ও পিএসসি	• পিএসসি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা; • সংশ্লিষ্ট বিষয়ক তথ্য সংগ্রহকরণ ও বিশ্লেষণ করা; • পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের শোধন, বিতরণ, মূল্য নির্ধারণ, সরবরাহ, সংরক্ষণ, পরিবেশ, নিরাপত্তা, মনিটরিং, বিক্রয় ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করা; • জ্বালানী নীতি ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করা; • জ্বালানী সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করা।	-	-	প্রয়োজন অনুযায়ী	মেহেদী হাসান উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি) ফোনঃ ৮৩৯১৩৬০ মোবাইলঃ ০১৭২০০৬৩৮৮৬ ই-মেইলঃ mahadehe@hcu.org.bd

৪.	মাইনিং ও অপারেশন	• কয়লা ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক ভূ-তাত্ত্বিক ও ভূ-পদার্থিক তথ্য সংগ্রহকরণ ও বিশ্লেষণ করা; • কয়লা সম্পদ মূল্যায়ন, অনুসন্ধান ও উৎপাদন সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করা; • কয়লা উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করা; • কয়লা মজুদ পুনঃনিরীক্ষণ করা; • ডিপ্লেশন ব্যবস্থাপনা করা; • উৎপাদিত কয়লা ক্ষেত্রের কার্যাবলীর নিয়মিত মনিটরিং করা ।	-	-	প্রয়োজন অনুযায়ী	জনাব অরুপ কুমার বিশ্বাস উপ-পরিচালক (মাইনিং ও অপারেশন) ফোনঃ ৮৩৯১৩৬২ ই-মেইলঃ arup@hcu.org.bd (শিক্ষা ছুটিতে) ও জনাব এম. আলাউদ্দিন আল আজাদ সহকারী পরিচালক (অপারেশন) ফোনঃ ৮৩৯১৩৬২ মোবাঃ ০১৮৪২-০৮০৫৮৩ ই-মেইলঃ ad-ops@hcu.org.bd
৫.	প্রশাসন ও আইসিটি	• জ্বালানীর মূল্য ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা; • প্রশাসনিক ও আর্থিক কর্মকান্ডে সহায়তা করা। • প্রশাসনিক ও হিসাব সংক্রান্ত সার্বিক দায়িত্ব পালন করা; • প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করা; • প্রশাসনিক ব্যাপারে মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য বিভাগের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা; • ক্রয় সংক্রান্ত এবং প্রশাসনিক আইন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা; • তৈল ও গ্যাস সেক্টরে আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করা; • সরকারের আওতাভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্পে প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করা; • সফটয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়েব সম্পর্কিত কাজ, ডিজাইন এবং ডাটা উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের ব্যবস্থাপনা, সার্ভার এডমিনিস্ট্রেশন এবং নেটওয়ার্কিংসহ আইটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা।	-	-	প্রয়োজন অনুযায়ী	মেহেদী হাসান উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও আইসিটি) ফোনঃ ৮৩৯১৩৬০ মোবাইলঃ ০১৭২০০৬৩৮৮৬ ই-মেইলঃ mahadehe@hcu.org.bd ও জনাব দেবব্রত দাস সহাকারী পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব) ফোনঃ ৮৩৯১১৬৩ মোবাঃ ০১৯১৮১১৮৩৬৩ ই-মেইলঃ debbrath@hcu.org.bd

অভ্যন্তরীণ সেবাঃ

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী ও ই-মেইল)
১.	অপারেশন ও সমন্বয়	• জনশক্তি নিয়োগ, পদোন্নতি, স্থায়ীকরণ, সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি, কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম সহযোগিতা প্রদান করা; • পরিকল্পিত আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাজেট ও হিসাবরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংগ্রহ, মজুদকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ নিশ্চিতকরণ; • নিরাপত্তা ও যানবাহন পরিচালনা করা।	-	-	সার্বক্ষণিক	জনাব দেবব্রত দাস সহাকারী পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব) ফোনঃ ৮৩৯১১৬৩ মোবাইলঃ ০১৯১৮১১৮৩৬৩ ই-মেইলঃ debbrath @hcu.org.bd
২.	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন	• দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়নে সহায়তা, প্রকল্পের পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন করা ; • বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করা; • দপ্তরের কার্যক্রম সমূহের মাসিক ও বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরী ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা; • জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে পর্যালোচনা ও জাতীয় সংসদের জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন করা; • বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার চাহিদা মোতাবেক তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ খনিজ সম্পদ উন্নয়নে আন্তঃযোগাযোগ ও লিয়াঁজো রক্ষা করা।	-	-	সার্বক্ষণিক	জনাব মোঃ নাজমুল হক সহাকারী পরিচালক (পরিকল্পনা) ফোনঃ ৮৩৯১৩৬০ মোবাইলঃ ১৭১৮০৩৯৭২৯ ই-মেইলঃ ad-plan@hcu.org.bd
৩.	কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি সেল	• শুধুমাত্র দপ্তরের কম্পিউটার, সার্ভার, প্রিন্টার, ফ্যাক্স এসব সম্পর্কিত সকল সেবার দায়িত্ব পালন করা।	-	-	সার্বক্ষণিক	সহাকারী পরিচালক (আইসিটি) ফোনঃ ৮৩৯১১৬৩ ই-মেইলঃ hcu@hcu.org.bd ও জনাব এম. আলাউদ্দিন আল আজাদ সহকারী পরিচালক (অপারেশন) ফোনঃ ৮৩৯১৩৬২

অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সেবা:

ক্র:নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	বেতন ভাতাদি প্রদান	সিএও এর বেতন নির্ধারণী সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী	বিল ভাউচার এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট	বিনামূল্যে	সিএও কর্তৃক বিল পাশ সাপেক্ষে অনতিবিলম্বে	পরিচালক (নীতিমালা ও উন্নয়ন) ফোন: ৮৩৯১০৮৫ মোবাইল নং-০১৭১১০৩৭৯৮৭ E-mail: jkir4222@gmail.com
২	কর্মচারীদের সময়মত পদোন্নতি প্রদান	সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট	বিনামূল্যে	অনতিবিলম্বে	মহাপরিচালক ফোন: ৮৩৯১০৭৫ E-mail: hcu@hcu.org.bd
৩	টি, জিপিএফ, পেনশন (ব্যাক্তিগত প্রাপ্যতা)	সিএও এর প্রত্যয়ন এবং আবেদন সাপেক্ষ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী	সিএও এর প্রত্যয়ন পত্র, আবেদন পত্র এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট	বিনামূল্যে	জারীকৃত জিও এর সময় অনুযায়ী	মহাপরিচালক ফোন: ৮৩৯১০৭৫ E-mail: hcu@hcu.org.bd
৪	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি/পেশাগত উন্নয়ন	চাহিদা/প্রাপ্যতা তালিকা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়	সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত হাইড্রোকার্বন ইউনিট	বিনামূল্যে	মনোনয়ন আদেশ জারীর পর সিডিউল অনুযায়ী	মহাপরিচালক ফোন: ৮৩৯১০৭৫ E-mail: hcu@hcu.org.bd

আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সেবাঃ

মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে ‘পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন’ এবং ‘অপারেশন ও সমন্বয়’ শাখাসমূহ সকল ধরণের প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সেবায় সচেষ্ট থাকে।

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS):

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করুন। তিনি সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ ও আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

ক্রমিক নং	কখন যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	মোঃ জাকির হোসেন পরিচালক (নীতিমালা ও উন্নয়ন) ফোনঃ ৮৩৯১০৮৫ মোবাঃ ০১৭১১০৩৭৯৮৭ ই-মেইলঃ jakir4222@gmail.com	০২ (দুই) মাস
২.	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	মহাপরিচালক ফোনঃ ৮৩৯১০৭৫ মোবাঃ ০১৫৫০১৫১১০৩ ই-মেইলঃ hcu@hcu.org.bd	০১ (এক) মাস

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সাংগঠনিক কাঠামোঃ

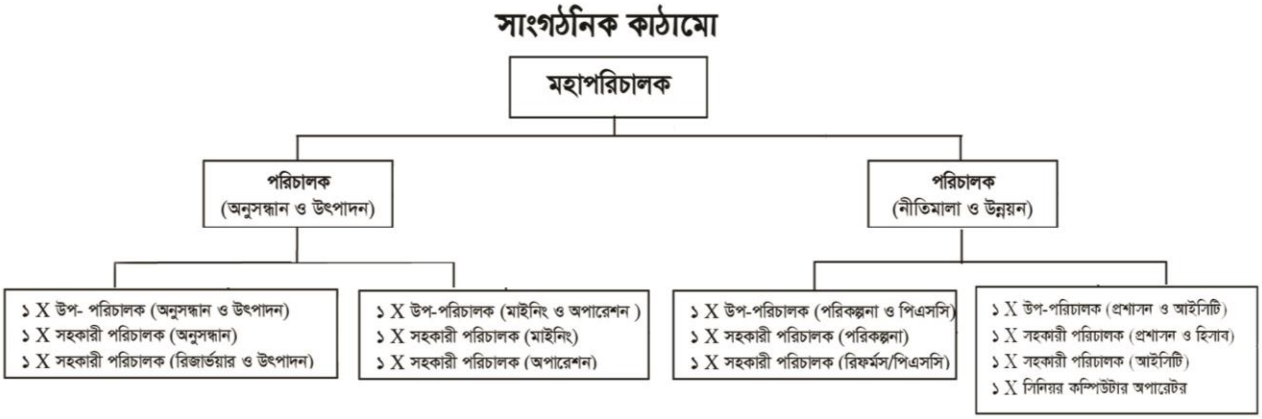

জনবল কাঠামোঃ

সংস্থা	অনুমোদিত পদের সংখ্যা					কর্মরত জনবলের সংখ্যা				
	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট
হাইড্রোকার্বন ইউনিট	১৬ জন	০২ জন	০৮ জন	১০ জন	৩৬ জন	০৮ জন	-	০৩ জন	১০ জন	২১ জন

মানব সম্পদ উন্নয়ন

হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ২৬ টি এবং চতুর্থ শ্রেণির (আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে) ১০টি পদ সৃজন করা হয়েছে এর মধ্যে ২ টি পদে প্রেষনে এবং ৯ টি পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৫ টি পদের মধ্যে ৭ টি পদের বিপরীতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে রীট পিটিশন মামলা দাখিল করায় নিয়োগ প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত এবং ৮ টি পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জনবল সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্রমিক নং	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	অনুমোদিত পদের বিপরীতে পূরণকৃত জনবল	শূন্য পদ সংখ্যা
১।	মহাপরিচালক	০১	০১ (প্রেষণ)	-
২।	পরিচালক (নীতিমালা ও উন্নয়ন)	০১	০১ (প্রেষণ)	-
৩।	পরিচালক (অনুসন্ধান ও উৎপাদন)	০১	-	০১
৪।	উপ পরিচালক (মাইনিং ও অপারেশন)	০১	০১	-
৫।	উপ পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি)	০১	০১	-
৬।	উপ পরিচালক (প্রশাসন ও আইসিটি)	০১	-	০১
৭।	উপ পরিচালক (অনুসন্ধান ও উৎপাদন)	০১	-	০১
৮।	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব)	০১	০১	-
৯।	সহকারী পরিচালক (মাইনিং)	০১	-	-
১০।	সহকারী পরিচালক (পিএসসি ও রিফর্মস)	০১	-	০১
১১।	সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	০১	০১	-
১২।	সহকারী পরিচালক (আইসিটি)	০১	-	০১
১৩।	সহকারী পরিচালক (রিজার্ভয়ার ও উৎপাদন)	০১	০১	-
১৪।	সহকারী পরিচালক (অনুসন্ধান)	০১	-	০১
১৫।	সহকারী পরিচালক (অপারেশন)	০১	০১	-
১৬।	সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর	০১	-	০১
১৭।	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০১	-	০১
১৮।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১	-	০১
১৯।	কম্পিউটার অপারেটর	০৪	-	০৪
২০।	ড্রাইভার	০৩	০৩	
২১।	সহকারী (হিসাব)	০১	-	০১
	মোট	**২৬**	**১১**	**১৫**

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আউটসোর্সিং এ নিয়োজিত চতুর্থ শ্রেণির জনবল সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্রমিক নং	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	অনুমোদিত পদের বিপরীতে পূরণকৃত জনবল	শূন্য পদ সংখ্যা
১।	বার্তাবাহক	০১	০১	০
২	অফিস সহায়ক	০৪	০৪	০
৩।	নিরাপত্তা প্রহরী	০৪	০৪	০
৪।	পরিচ্ছন্ন কর্মী	০১	০১	০
	মোট	১০	১০	০০

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহঃ

- নব সৃজিত সংস্থা
- প্রবল জনবলের সংকট
- অভিজ্ঞ ও দক্ষ কারিগরী জনবলের জন্য স্বল্প আর্থিক সুবিধা
- স্টাডি ও গবেষণার সুবিধার স্বল্পতা
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও ভিজিটের সীমাবদ্ধতা
- স্থায়ী ভবনের অভাব

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন ও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে রাজস্ব খাতের আওতায় নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি এর কর্মধারাকে অধিকতর কার্যকর করার উদ্দেশ্যে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক “Capacity Building of Human Resources and Petroleum Resources Management” শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রুপকল্প ২০২১ এবং ভিশন-২০৪১ অর্জনের জন্য একটি দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রাখা হবে।

- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরী সহায়ক শক্তি হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠা করা;
- নিয়মিত ওয়ার্কশপ, সেমিনারের আয়োজন;
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা;
- কর্মকর্তাদের জ্বালানি সেক্টরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে স্বল্প সময়ের জন্য প্রেষণের ব্যবস্থা করা;
- জ্বালানি ও খনিজ সেক্টরে যুগোপোযুগি বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশী/বিদেশী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- স্টাডি ও গবেষণাধর্মী কর্মসম্পাদন;

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অভ্যন্তরীণ, দেশীয় এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ

বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ

ক্রঃ নং	পদবি	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদ	দেশের নাম	কোর্সের মোট ঘন্টা
১।	সহ কারি পরিচালক (রিজার্ভয়ার ও উৎপাদন)	"Innovation in Management of Mineral and Energy Resources in Using Modern Explosive Technology	১৯-০১-২০২০ হতে ২৫-০১-২০২০	London,UK	৫৬
২।	উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি)	"Innovation in Management of Mineral and Energy Resources in Using Modern Explosive Technology	১৯-০১-২০২০ হতে ২৫-০১-২০২০	London,UK	৫৬
৩।	মহা পরিচালক (যুগ্ম সচিব)	"Innovation in Management of Mineral and Energy Resources in Using Modern Explosive Technology	১৯-০১-২০২০ হতে ২৫-০১-২০২০	London,UK	৫৬

দেশীয় প্রশিক্ষণঃ

ক্রঃ নং	পদবি	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এর নাম	কোর্সের মোট ঘন্টা
১।	পরিচালক (নীতিমালা ও উন্নয়ন)	১২৮ উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স (এসিএডি)	২২-১২-২০১৯ হতে ২৯-০২-২০২০	**বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র**	৪৮০
২।	উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি)	উদ্ভবন ও সেবা সহজিকরণ	**২০-০২-২০১৮**	**পেট্রোবাংলা**	০৮
৩।	উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি)	Orientation on Innovation	**০৯-১২-২০১৯**	**বিপিআই, ঢাকা**	০৮
৪।	উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি)	উদ্ভবন সক্ষমতা বৃদ্ধি	**২৯-১২-২০১৯** হতে ৩০-১২-২০১৯	**পেট্রোবাংলা**	১৬
৫।	উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি)	সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি	**০৯-১০-২০১৯** হতে ১০-১০-২০১৯	**পেট্রোবাংলা**	১৬
৬।	সহকারি পরিচালক (রিজার্ভয়ার ও উৎপাদন)	উদ্ভবন ও সেবা সহজিকরণ	**২০-০২-২০১৮**	**পেট্রোবাংলা**	০৮
৭।	সহকারি পরিচালক (রিজার্ভয়ার ও উৎপাদন)	Orientation on Innovation	**০৯-১২-২০১৯**	**বিপিআই, ঢাকা**	০৮

৮।	সহকারি পরিচালক (রিজার্ভয়ার ও উৎপাদন)	সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি	০৯-১০-২০১৯ হতে ১০-১০-২০১৯	পেট্রোবাংলা	১৬
৯।	উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি)	**ADP/RADP Management System (AMS)**	২৪-১১-২০১৯ হতে ২৫-০৯-২০১৯	পরিকল্পনা কমিশন	১৬
১০।	সহকারি পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব)	সরকারি অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন	১৪-০৯-২০১৯ হতে ১৫-০৯-২০১৯	বিআইএম	১৬

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণঃ

ক্রঃ নং	কোর্সের নাম	কোর্সটি অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)	সময় (ঘণ্টা)	কোর্সের মোট ঘন্টা
১।	National Energy Policy	২৫-০৩-২০২০	৬	৩	১৮
২।	জাতীয় কয়লা নীতি	**২৪-০৩-২০২০**	৬	৩	১৮
৩।	Energy Economics	**১৯-০৩-২০২০**	৬	৩	১৮
৪।	Synopsis of World Energy Scenario	**১০-০৩-২০২০**	৬	৩	১৮
৫।	Gas Flow Measurement Technique	**২৭-০২-২০২০**	৬	৩	১৮
৬।	ছুটি বিধিমালা ১৯৫৯	**২৩-০২-২০২০**	৮	৩	২৪
৭।	সরকারি চাকরি আইন ২০১৮	**২০-০২-২০২০**	৮	৩	২৪
৮।	সরকারি চাকরি আইন ২০১৮	**১৩-০২-২০২০**	৮	৩	২৪
৯।	Rules of Business	**১৬-০১-২০২০**	৫	৩	১৫
১০।	Energy Scenario Of Bangladesh	**২৫-১১-২০১৯**	৪	৩	১২
১১।	সরকারি কর্মচারি (শৃংঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮	**০৭-১১-২০১৯**	৬	৩	**১৮**
১২।	অফিস ব্যবস্থাপনা	**৩১-১০-২০১৯**	৩	৩	**০৯**
১৩।	প্রথম শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গণকর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ, ১৯৮২	**২৩-১০-২০১৯**	৬	৩	**১৮**

- **২০১৯-২০২০** অর্থ বছরে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং দেশীয় প্রশিক্ষণের মোট সময় = **৯৯৪** ঘন্টা।
- **২০১৯-২০২০** অর্থ বছরে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মোট জনবলের সংখ্যা = ১১ (এগার) জন।
- **২০১৯-২০২০** অর্থ বছরে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের জনবলের প্রশিক্ষণের সময় **(৯৯৪/১১)=৯০.৩৬** জনঘন্টা।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটি

হাইড্রোকার্বন ইউনিট'র বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি (Annual Performance Agrement) বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি
০১।	জনাব মোঃ জাকির হোসেন, পরিচালক (উপ সচিব)	আহবায়ক
০২।	জনাব এম আলাউদ্দিন আল আজাদ, সহকারী পরিচালক (অপারেশন)	সদস্য
০৩।	জনাব মেহেদী হাসান, উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি)	সদস্য সচিব

হাইড্রোকার্বন ইউনিট'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ লক্ষ্য অর্জন এর জন্য গঠিত "এপিএ" কমিটি

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি
০১।	জনাব মোঃ জাকির হোসেন, পরিচালক (উপ সচিব)	আহবায়ক
০২।	জনাব শিহাব মাহমুদ, সহকারী পরিচালক (রিজার্ভয়ার ও উৎপাদন)	সদস্য
০৩।	জনাব এম আলাউদ্দিন আল আজাদ, সহকারী পরিচালক (অপারেশন)	সদস্য
০৪।	জনাব মেহেদী হাসান , উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি)	সদস্য সচিব

হাইড্রোকার্বন ইউনিট'র বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি (Annual Performance Agrement) বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট টিম লিডার ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা:

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	ফোন ও ই-মেইল
০১	জনাব মোঃ জাকির হোসেন পরিচালক (উপ সচিব) টিম লিডার	ফোন: ৮৩৯১০৮৫ মোবা: ০৭১১০৩৭৯৮৭ jakir4222@gmail.com
০২	জনাব মেহেদী হাসান উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি) ফোকাল পয়েন্ট	ফোন: ৮৩৯১৩৬০ মোবা:০১৭২০০৬৩৮৮৬ mahadehe@hcu.org.bd

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের' গঠিত 'ইনোভেশন টিম'

নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি	ফোন (দাপ্তরিক ও মোবাইল)	ই-মেইল
জনাব মোঃ জাকির হোসেন পরিচালক (উপ সচিব)	ইনোভেশন অফিসার	ফোন: ৮৩৯১০৮৫ মোবা: ০৭১১০৩৭৯৮৭	jakir4222@gmail.com
জনাব শিহাব মাহমুদ, সহকারী পরিচালক (রিজার্ভয়ার ও উৎপাদন)	সদস্য	ফোন: ৮৩৯১১১৩ মোবা: ১৮৩৪৮১৩৩৯৬	shihab@hcu.org.bd
জনাব মোঃ নাজমুল হক	সদস্য	ফোন: ৮৩৯১১৬৩ মোবা: ০১৭১৮০৩৯৭২৯	ad-plan@hcu.org.bd
জনাব মেহেদী হাসান উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি)	সদস্য সচিব	ফোন: ৮৩৯১৩৬০ মোবা: ০১৭২০০৬৩৮৮৬	mahadehe@hcu.org.bd

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত 'নৈতিকতা কমিটি'

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি
০১।	জনাব মোঃ জাকির হোসেন, পরিচালক (উপ সচিব)	সভাপতি
০২।	জনাব শিহাব মাহমুদ, সহকারী পরিচালক (রিজার্ভয়ার ও উৎপাদন)	সদস্য
০৩।	জনাব এম আলাউদ্দিন আল আজাদ, সহকারী পরিচালক (অপারেশন)	সদস্য
০৪ ।	জনাব দেবব্রত দাস, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব)	সদস্য
০৫ ।	জনাব মেহেদী হাসান, উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি)	সদস্য সচিব

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

নাম ও পদবি	ফোন ও ই-মেইল
জনাব মেহেদী হাসান, উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি)	ফোন: ৮৩৯১৩৬০ মোবা: ০১৭২০০৬৩৮৮৬ mahadehe@hcu.org.bd

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

নাম ও পদবি	ফোন ও ই-মেইল
জনাব দেবব্রত দাস, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব)	ফোন: ৮৩৯১১৬৩ মোবা: ০১৯১৮১১৮৩৬৩ debbrath@hcu.org.bd

হাইড্রোকার্বন ইউনিট'র আইসিটি বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

নাম ও পদবি	ফোন ও ই-মেইল
শিহাব মাহমুদ, সহকারী পরিচালক (রিজার্ভয়ার ও উৎপাদন)	ফোন: ৮৩৯১১১৩ মোবা: ১৮৩৪৮১৩৩৯৬ shihab@hcu.org.bd

হাইড্রোকার্বন ইউনিট'র আইসিটি বিষয়ক বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

নাম ও পদবি	ফোন ও ই-মেইল
এম আলাউদ্দিন আল আজাদ, সহকারী পরিচালক (অপারেশন)	ফোন: ৮৩৯১১৬৩ মোবা: ০১৮৪২০৮০৫৮৩ ad-ops@hcu.org.bd

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সিটিজেন চার্টারের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

নাম ও পদবি	ফোন ও ই-মেইল
জনাব মোঃ জাকির হোসেন পরিচালক (উপ সচিব)	ফোন: ৮৩৯১০৮৫ মোবা: ০৭১১০৩৭৯৮৭ jakir4222@gmail.com

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সিটিজেন চার্টারের বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

নাম ও পদবি	ফোন ও ই-মেইল
জনাব মেহেদী হাসান, উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি)	ফোন: ৮৩৯১৩৬০ মোবা: ০১৭২০০৬৩৮৮৬ mahadehe@hcu.org.bd

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ১০ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা

নাম ও পদবি	ফোন ও ই-মেইল
মোঃ নাজমুল হক, সহকারি পরিচালক (পরিকল্পনা)	টেলিফোন: ৮৩৯১১৬৩ মোবাইল: ০১৭১৮০৩৯৭২৯ ad-plan@hcu.org.bd

বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা

নাম ও পদবি	ফোন ও ই-মেইল
শিহাব মাহমুদ সহকারী পরিচালক (রিজার্ভয়ার ও উৎপাদন)	টেলিফোন: ৮৩৯১১৬৩ মোবাইল: ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ shihab@hcu.org.bd

আপিল কর্মকর্তা

নাম ও পদবি	ফোন ও ই-মেইল
এ এস এম মঞ্জুরুল কাদের মহাপরিচালক	মোবাইল: ০১৫৫০১৫১১৫০ টেলিফোন: ৮৩৯১০৭৫ hcu@hcu.org.bd

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার আপিল কর্মকর্তা

নাম ও পদবি	ফোন ও ই-মেইল
জনাব মোঃ জাকির হোসেন পরিচালক (উপ সচিব)	ফোন: ৮৩৯১০৮৫ মোবা: ০৭১১০৩৭৯৮৭ jakir4222@gmail.com

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)

নাম ও পদবি	ফোন ও ই-মেইল
জনাব মেহেদী হাসান, উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি)	ফোন: ৮৩৯১৩৬০ মোবা: ০১৭২০০৬৩৮৮৬ mahadehe@hcu.org.bd

দ্বিতীয় খন্ড

বাজেট কাঠামো

- মিশন স্টেটমেন্ট
- হাইড্রোকার্বন ইউনিট কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ইউনিটওয়ারি ব্যয়
- প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ
- কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা
- ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের অর্থনৈতিক কোড কোডওয়ারি মোট রাজস্ব প্রাপ্তি
- ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের অর্থনৈতিক কোড ভিত্তিক উদ্বৃত্ত হিসাব বিবরণী

বাজেট কাঠামোঃ

(হাজার টাকায়)

বিষয়	বাজেট ২০১৯-২০২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০
অনুন্নয়ন	২৫০০০	২২১০০
উন্নয়ন	-	-
মোট	**২৫০০০**	**২২১০০**
রাজস্ব	২৪৪০০	২০৯০০
মূলধন	৬০০	১২০০
মোট	২৫০০০	২২১০০

মিশন স্টেটমেন্টঃ

১.০ হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মিশন স্টেটমেন্টঃ

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ এর বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উত্তোলন, আহরণ, বিতরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

২.০ হাইড্রোকার্বন ইউনিট কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহঃ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম
১. জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	▪ প্রাথমিক জ্বালানী উৎসের বহুমুখীকরণ (কয়লা, নবায়নযোগ্য জ্বালানী) ▪ ওয়ার্কশপ/সেমিনারের আয়োজন ▪ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।
২. দেশের সকল অঞ্চলে জ্বালানীর সরবরাহ ও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।	▪ গ্যাসের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। ▪ জ্বালানী ক্ষেত্রে হেলথ সেফটি এনভাইরনমেন্টাল (এইচএসই) নিশ্চিতকরণ।

৩.০ হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ইউনিটওয়ারি ব্যয়ঃ

(হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট		প্রকৃত ব্যয়
	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	২০১৯-২০২০
অফিসারদের বেতন	৩৮৪০.০০	৩২৫০.০০	৩০৬৩.০০
কর্মচারীদের বেতন	৪৫০.০০	৪০০.০০	৩৮৭.০০
ভাতাদি	৫২৪০.০০	৩৬৪৫.০০	৩০৯২.০০
প্রশাসনিক ব্যয়	৫১৬০.০০	৫৩৪৫.০০	৩৮৬৩.০০
প্রশিক্ষণ	১৯০০.০০	১৯০০.০০	১৬২৭.০০
ভ্রমণ ব্যয়	৩৫০০.০০	২৫০০.০০	১৩১৭.০০
পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৮৬০.০০	৮৬০.০০	৩৯৯.০০
মুদ্রণ ও মনিহারি	৭৫০.০০	৯৫০.০০	৫২১.০০
পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়	৫০০.০০	২৫০.০০	১১৯.০০
মেরামত ও সংরক্ষণ	২২০০.০০	১৮০০.০০	১৩৬৪.০০
সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	৬০০.০০	১২০০.০০	১১৯৮.০০
সর্বমোট	**২৫০০০.০০**	**২২১০০.০০**	**১৬৯৫০.০০**

৪.০ প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহঃ

নির্দেশক	সংশিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক	পরিমাপের একক	২০১৮-১৯		২০১৯-২০	
			সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সমীক্ষা	১,২	সংখ্যা	১৫	১৫	১৫	১৫
ওয়ার্কশপ/সেমিনার	১	সংখ্যা	৮	৮	৮	৮

৫.০ কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রাঃ

কার্যক্রম	ফলাফল নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক	পরিমাপের একক	২০১৮-১৯		২০১৯-২০	
				সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
জ্বালানী সম্পদের মজুদ সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন	সমীক্ষা	১,২	সংখ্যা	১৩	১৩	১৩	১৩
ওয়ার্কশপ/সেমিনার	ওয়ার্কশপ/ সেমিনার পরিচালনা	১	সংখ্যা	৮	৮	৮	৮
গবেষণা কার্যক্রম	গবেষণা সমীক্ষা	১	সংখ্যা	২	২	২	২

৬.০ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের অর্থনৈতিক কোডওয়ারি মোট রাজস্ব প্রাপ্তি

(টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	লক্ষ্যমাত্রা				মোট প্রাপ্তি ২০১৯-২০	মন্তব্য
		প্রথম কোয়ার্টার	দ্বিতীয় কোয়ার্টার	তৃতীয় কোয়ার্টার	চতুর্থ কোয়ার্টার		
১৪৪১২৯৯	অন্যান্য আদায়	-	-	-	২০,০০০/-	২০,০০০/-	
১৪২৩২০৪	সরকারি যানবাহন ব্যবহার ফি	-	-	-	৫,০০৪/-	৫০০৪/-	
					মোট প্রকৃত প্রাপ্তি	২৫,০০৪/-	

৭.০ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের অর্থনৈতিক কোড ভিত্তিক উদ্বৃত্ত হিসাব বিবরণীঃ

(হাজার টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট	২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয়	২০১৯-২০ অর্থবছরের উদ্বৃত্ত
৩১১১	**নগদ মজুরী ও বেতন**				
৩১১১১০১	**মূল বেতন (অফিসার)**	৩৮৪০	৩২৫০	৩০৬৩	১৮৭
৩১১১২০১	**মূল বেতন (কর্মচারী)**	৪৫০	৪০০	৩৮৭	১৩
৩১১১৩০২	**যাতায়াত ভাতা**	২০	১৫	১১	৪
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	২৮০	৫৫	৪৯	৬
৩১১১৩১০	**বাড়ি ভাড়া ভাতা**	২৫০০	১৯০০	১৮০৫	৯৫
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৪২০	১৮০	১৬৯	১১
৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	০	২০	০	২০
৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	০	১০০	৬৭	৩৩
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	২০	১০	৭	৩
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	১০০০	৮০০	৫৭৭	২২৩
৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	৩০০	২৫০	১৬৮	৮২
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	৩০০	৩০	১১০	০
৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	০	১৫	৩	১২
৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	১৫০	১০০	৫২	৪৮
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	২৫০	১৫০	৬৮	৮২
৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা	০	২০	৬	১৪
	উপ মোট=	**৯৫৩০**	**৭২৯৫**	**৬৫৪২**	**৭৫৩**
৩২১১	**প্রশাসনিক ব্যয়**				
৩২১১১০৪	আনুষঙ্গিক কর্মচারী/প্রতিষ্ঠান	২৮০০	২৬০০	২৪২৩	১৭৭
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	০০	১০০	০০	১০০
৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	১০০০	১০৭৫	৫৯১	৪৮৪
* ৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	১৫০	১০	০	১০
* ৩২১১১১৫	পানি	৫০	১০	০	১০
* ৩২১১১১৬	কুরিয়ার	২০	২০	৮	১২
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	১০০	৬০	৪১	১৯
* ৩২১১১১৯	ডাক	২০	৫	০	৫
* ৩২১১১২০	টেলিফোন	২৫০	১০০	৪২	৫৮
* ৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	২৫০	৬০০	১৯৯	৪০১
৩২১১১২৭	বই পত্র ও সাময়িকী	০	৫০	৪৯	১
৩২১১১২৮	প্রকাশনা	৪৫০	৭০০	৪৯৫	২০৫
৩২১১১৩০	যাতায়াত ব্যয়	৭০	১৫	১৫	০
	উপ মোট=	**৫১৬০**	**৫৩৪৫**	**৩৮৬৩**	**১৪৮২**
৩২৩১	**প্রশিক্ষণ**				
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	১৯০০	**১৯০০**	**১৬২৭**	**২৭৩**
	উপ মোট=	১৯০০	**১৯০০**	**১৬২৭**	**২৭৩**
৩২৪৩	**পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট**				
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	২১০	২১০	৬২	১৪৮
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানি	৬৫০	৬৫০	৩৩৭	৩১৩
	উপ মোট=	**৮৬০**	**৮৬০**	**৩৯৯**	**৪৬১**
৩২৪৪	**ভ্রমণ ও বদলি**				
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	৩৫০০	২৫০০	১৩১৭	১১৮৩
	উপ মোট=	৩৫০০	**২৫০০**	১৩১৭	**১১৮৩**
৩২৫৫	**মুদ্রণ ও মনিহারি**				
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	৫০	২০	৬	১৪
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	৭০০	৯৩০	৫১৫	৪১৫
	উপ মোট=	**৭৫০**	**৯৫০**	**৫২১**	**৪২৯**

৩২৫৭	**পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়**				
৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি	**৫০০**	**১২০**	**০**	**১২০**
৩২৫৭১০৬	শুদ্ধাচার	**০**	**১৩০**	**১১৯**	**১১**
	উপ মোট=	**৫০০**	**২৫০**	**১১৯**	**১৩১**
৩২৫৮	**মেরামত ও সংরক্ষণ**				
৩২৫৮১০১	মোটরযান	৩৫০	৩৫০	৯৫	২৫৫
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	১০০	৫০	১০	৪০
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	৫৫০	৫৫০	৫৪৯	১
৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি	০	১৫০	৬০	৯০
৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	১২০০	৭০০	৬৫০	৫০
	উপ মোট=	**২২০০**	**১৮০০**	**১৩৬৪**	**৪৩৬**
৩৫১২১০৩	সরকারি কর্মচারীদের গৃহনির্মাণ ঋণের সুদের উপর ভর্তুকি	০	**০**	**১৬৪**	**০**
	উপ মোট=	০	**০**	**১৬৪**	**০**
৪১১২	**যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি**				
** ৪১১২১০১	মোটযান	০	০	০	০
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৫০০	১০০০	৯৯৯	১
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	০	০	০	০
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	১০০	২০০	১৯৯	১
	উপ মোট=	**৬০০**	**১২০০**	**১১৯৮**	**২**
	মোট =	**২৫০০০**	**২২১০০**	**১৬৯৫০**	**৫১৫০**

তৃতীয় খন্ড

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সম্পাদিত কার্যক্রম

- ২০১৯-২০ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ
- বিবিধ প্রতিবেদনসমূহ
- ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর হাইড্রোকার্বন ইউনিট তথ্য ও মতামত প্রদান করেছে

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিট চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন নীতিমালা, MoU, গ্যাস চাহিদা, গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন, গ্যাস সেক্টরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, পিএসসি'র জেআরসি/জেএমসি'র সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করে আসছে। Mini Data Bank-এ গ্যাস মজুদ, অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদ, গ্যাস উৎপাদন সংক্রান্ত ডাটা সংরক্ষণের পাশাপাশি ডাটাবেজ থেকে "Gas Reserve and Production" শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ হচ্ছে।এছাড়াও মাসিক গ্যাস উৎপাদন এবং খাতওয়ারী মাসিক ব্যবহারের উপাত্তের উপর ভিত্তি করে "Annual Gas Production and Consumption" শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হচ্ছে।

২০১৯- ২০ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় সম্পাদিত প্রতিবেদনসমূহ

- গ্যাস এবং কয়লা মজুদ ও উৎপাদনের মাসিক প্রতিবেদন (জুলাই ২০১৯- জুন ২০২০) : ১২টি।
- গ্যাস উৎপাদন, বিতরণ ও কনজাম্পশন শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৮-২০১৯) ;
- Energy Scenario of Bangladesh শীর্ষক প্রতিবেদন (২০১৮-২০১৯);
- Bangladesh Energy Sector Master Plan 2020-2041;
- বাংলাদেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের ম্যাপিং:
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন;
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন সকল সংস্থার টেলিফোন নির্দেশিকা প্রণয়ন;
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অন্তর্বর্তীকালীন ইএমআরডি ম্যানেজম্যান্টের ড্যাসবোর্ড তৈরী;
- Workshop/Seminar: ০৮টি।

হাইড্রোকার্বন ইউনিটে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে নিম্নলিখিত ওয়াকর্শপ/সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়ঃ

ক্রমিক নং	ওয়াকর্শপ/সেমিনার এর নাম	অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ
১.	Historical Perspective of Hydrocarbon Exploration in the Eastern Fold Belt of Bengal Basin and the Challenges	২৯/০৭/২০১৯
২.	বেসরকারি খাতে এলএনজি স্থাপনা নির্মাণ, আমদানি ও সরবরাহ নীতিমালা-২০১৯	০৮/০৯/২০১৯
৩.	Prospects of Unconventional Hydrocarbon Reservoirs in Bangladesh	১১/১২/২০১৯
৪.	আবাসিক পর্যায়ে খোলা বাজার হতে প্রি-পেইড/স্মার্ট গ্যাস মিটার ক্রয় ও স্থাপন নীতিমালা-২০১৯	২৩/১২/২০১৯
৫.	Revenue Sharing Contract (RSC)	৩০/১২/২০১৯
৬.	SDG-7: Progress so Far	০৪/০৩/২০২০
৭.	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন ৭টি প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি অন্তবর্তীকালীন ম্যানেজমেন্ট ড্যাশবোর্ড	১১/০৬/২০২০
৮.	বাংলাদেশের শিল্প খাতে ইকুইপমেন্ট ভিত্তিক প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ও ব্যবহার নিরূপণ ও বিশ্লেষণ	২৫/০৬/২০২০

হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর উদ্যোগে পেট্রোবাংলার সহযোগিতায় "Historical Perspective of Hydrocarbon Exploration in the Eastern Fold Belt of Bengal Basin and the Challenges" শীর্ষক একটি সেমিনার ২৯ জুলাই ২০১৯ সোমবার বিকাল ০৩.০০ ঘটিকায় পেট্রোবাংলার অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম।
Key-note paper উপস্থাপন করেন ডঃ আরিফ মহিউদ্দীন শিকদার, সহকারি অধ্যাপক, ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডঃ আজিজ হাসান এবং পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রুহুল আমিন ।

উক্ত সেমিনারে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও পেট্রোবাংলার কোম্পানীসমূহ, বিপিসি, বিপিআই, পাবলিক/প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর উদ্যোগে পেট্রোবাংলার সহযোগিতায় "বেসরকারি খাতে এলএনজি স্থাপনা নির্মাণ, আমদানি ও সরবরাহ নীতিমালা-২০১৯" শীর্ষক একটি Dissemination শীর্ষক একটি সেমিনার ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ রবিবার বিকাল ০৪.৩০ ঘটিকায় পেট্রোবাংলার ড. হাবিবুর রহমান অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।সেমিনারে মডারেটর এর দায়িত্ব পালন করেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন পেট্রোবাংলার পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মো: মোস্তফা কামাল। সেমিনারে Key-note paper উপস্থাপন করেন ড. মুহা. মনিরুজ্জামান, উপসচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

সেমিনারে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক জনাব এ.এস. এম মঞ্জুরুল কাদের স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ।উক্ত সেমিনারে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিইআরসি, এনবিআর, অর্থ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রনালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পেট্রোবাংলা, বিপিডিবি, বেজা, পরিবেশ অধিদপ্তর, বেসরকারি উদ্যোক্তা এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংগঠনের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে বেসরকারি খাতে এলএনজি স্থাপনা নির্মাণ, আমদানি ও সরবরাহ বিষয়ে মুক্ত আলোচনা করা হয় এবং ভবিষ্যতে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তায় বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর উদ্যোগে "Prospects of Unconventional Hydrocarbon Reservoirs in Bangladesh" শীর্ষক একটি শীর্ষক একটি সেমিনার ১১ ডিসেম্বর, ২০১৯ বুধবার সকাল ৯.৩০ ঘটিকায় ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) এর অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মডারেটর এর দায়িত্ব পালন করেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম এবং সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক জনাব এ.এস. এম মঞ্জুরুল কাদের। উক্ত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন, ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। উক্ত সেমিনারে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা, জিএসবি, বিএমডি, বিপিআই, বাপ্রেক্স, SGFL, BGFCL, IOC সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর প্রতিনিধিগন উন্মুক্ত আলোচনায় এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহন করেন এবং সেমিনারে দেশে Unconventional Hydrocarbon Reservoirs অনুসন্ধানের ব্যাপারে জোর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর উদ্যোগে পেট্রোবাংলার সহযোগিতায় গত ২৩-১২-২০১৯ তারিখ বিকাল ০২.৩০ ঘটিকায় পেট্রোবাংলার ড. হাবিবুর রহমান অডিটোরিয়ামে (পেট্রোসেন্টার, কাওরান বাজার) "আবাসিক পর্যায়ে খোলা বাজার হতে প্রি-পেইড/স্মার্ট গ্যাস মিটার ক্রয় ও স্থাপন নীতিমালা-২০১৯" শীর্ষক একটি Dissemination সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ এমপি, মডারেটর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম, সভাপতিত্ব করেন পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রুহুল আমিন।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক জনাব এ.এস. এম মঞ্জুরুল কাদের এবং মূল নীতিমালা উপস্থাপন করেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের যুগ্ম সচিব ড. শাহ মোহাম্মদ সানাউল হক। উক্ত সেমিনারে বিভিন্ন মন্ত্রনালয়/ বিভাগ/সংস্থা/ কোম্পানি, বেসরকারি উদ্যোক্তা, বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংগঠনের প্রতিনিধিগন এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর প্রতিনিধিগন প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহন করেন।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর উদ্যোগে পেট্রোবাংলার সহযোগিতায় গত ৩০/১২/২০১৯ ইং তারিখে পেট্রোবাংলার বোর্ডরুমে (পেট্রোসেন্টার, কাওরান বাজার) "Revenue Sharing Contract (RSC)" শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম, মডারেটর এর দায়িত্ব পালন করেন হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব এ এস এম মঞ্জুরুল কাদের, key-note পেপার উপস্থাপন করেন Schlumberger Bangladesh এর প্রতিনিধি Manoj Mahapatra, Asset Consulting Manager, South East Asia. সেমিনারে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিডা, রাজস্ব বোর্ড এবং পেট্রোবাংলা ও এর কোম্পানিসমূহের প্রতিনিধিগন অংশগ্রহণ করেন। অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর প্রতিনিধিগন আলোচনায় অংশগ্রহন করেন।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর উদ্যোগে "SDG 7: Progress so far" শীর্ষক একটি সেমিনার গত ৪ই মার্চ, ২০২০ বুধবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মডারেটর এর দায়িত্ব পালন করেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আনিছুর রহমান। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এ.এস. এম মঞ্জুরুল কাদের। উক্ত সেমিনারে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা, জিএসবি, বিএমডি, বিপিআই, বাপ্রেক্স, SGFL, BGFCL, এর প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর প্রতিনিধিগন উন্মুক্ত আলোচনায় ও প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহন করেন এবং SDG বাস্তবায়নে সহমত পোষন করেন।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

হাইড্রোকার্বন ইউনিট এ "জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন ৭টি প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি অন্তবর্তীকালীন ম্যানেজমেন্ট ড্যাশবোর্ড" চালু করার লক্ষ্যে একটি ভার্চুয়াল সেমিনার গত ১১ জুন ২০২০ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব) এ এস এম মঞ্জুরুল কাদের সেমিনারে মডারেটর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে Key-note paper উপস্থাপন করেন জনাব মোহাম্মদ ইকরাম সেলিম, সিইও, এশিয়ান গ্লোবাল ভেনচুরাস কোম্পানি লিমিটেড। উক্ত সেমিনারে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা, বিপিসি, জিএসবি, বিএমডি, বিপিআই, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

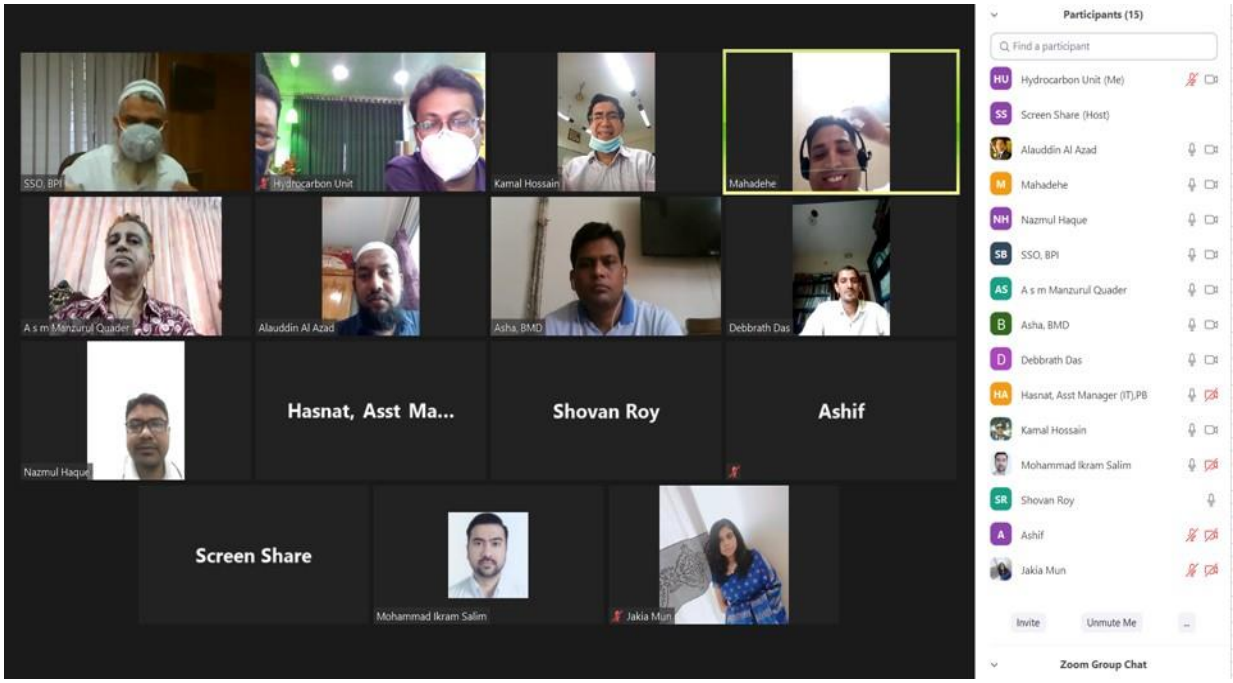

হাইড্রোকার্বন ইউনিট এ বাংলাদেশের শিল্প খাতে ইকুইপমেন্ট ভিত্তিক প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ও ব্যবহার নিরূপণ ও বিশ্লেষণ" শীর্ষক একটি ভার্চুয়াল সেমিনার গত ২৫ জুন ২০২০ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব) এ এস এম মঞ্জুরুল কাদের সেমিনারে মডারেটর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে Key-note paper উপস্থাপন করেন হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি) জনাব মেহেদী হাসসান উক্ত সেমিনারে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

"বাংলাদেশের শিল্প খাতে ইকুইপমেন্ট ভিত্তিক প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ও ব্যবহার নিরূপণ ও বিশ্লেষণ" শীর্ষক অনলাইন সেমিনার

মডারেটরঃ **জনাব এ এস এম মঞ্জুরুল কাদের**
মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট

হাইড্রোকার্বন ইউনিট
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

তারিখ: ২৫ জুন ২০২০ ইং

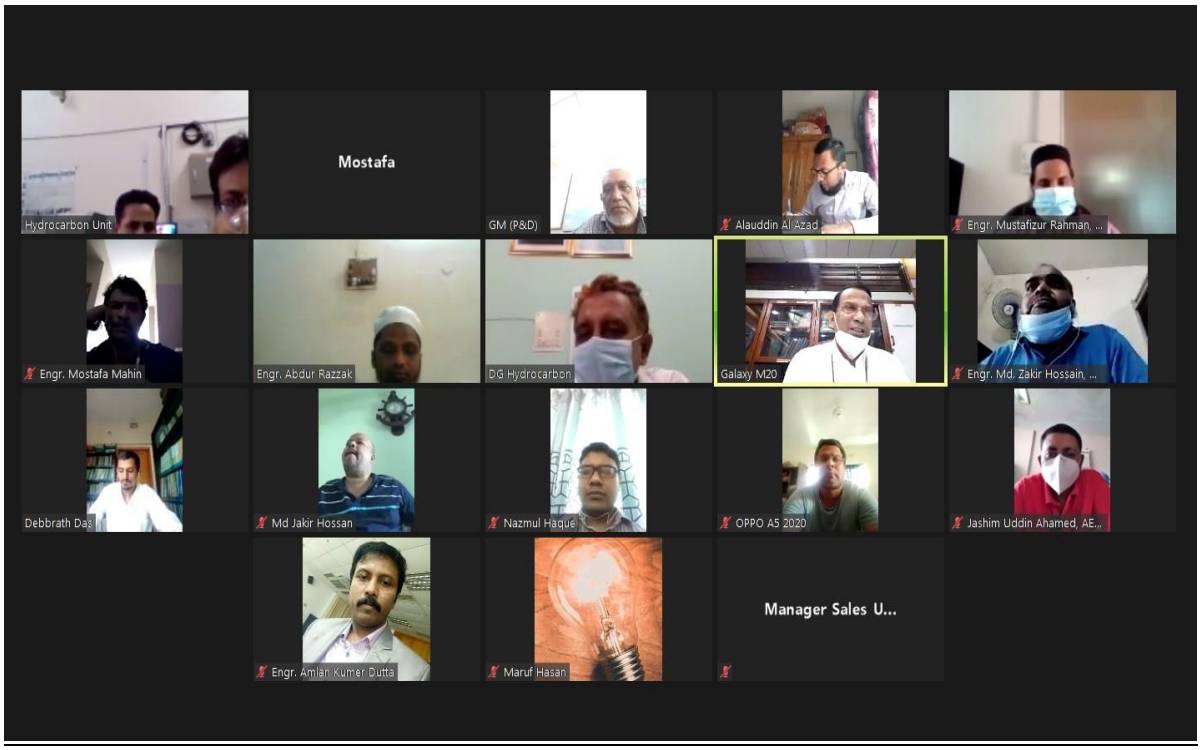

বিবিধ প্রতিবেদনসমূহ

- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০ এর ইংরেজী সংস্করণে অন্তর্ভুক্তির জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে তথ্যাদি হালনাগাদ পূর্বক প্রতিবেদন;
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০ প্রণয়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি/পরিসংখ্যানসহ প্রতিবেদন;
- আইসিটি Action Items বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কীত প্রতিবেদন;
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটের বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন, ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক এবং বার্ষিক প্রতিবেদন;
- মন্ত্রণালয় ভিত্তিক রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন;
- অনিষ্পন্ন পেনশন কেস সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন;
- রাজস্ব খাতভূক্ত নন-ক্যাডার ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর শূন্যপদের মধ্যে সরাসরি নিয়োগযোগ্য ১০% সংরক্ষিত শূন্য পদের মাসিক প্রতিবেদন;
- মহিলা কোটা সংরক্ষণ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন;
- সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের চাকুরীর কোটা, মুক্তিযোদ্ধাদের ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র ও কন্যার অনুকূলে বলবৎ করা সম্পর্কীত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন;
- বিদ্যুৎ সাশ্রয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন মাসিক প্রতিবেদন;
- সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়নের মাসিক প্রতিবেদন, ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন;
- জাতীয় সংসদে ২০২০ সালের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্যাদির প্রতিবেদন;
- ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তি জন্য তথ্য প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
- PSC এর Joint Management committee (JMC)/Joint Review Committee (JRC) সভার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন;
- জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর প্রস্তুতকরণ;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন;
- উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- বাৎসরিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবনের নাম ও কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর হাইড্রোকার্বন ইউনিট তথ্য ও মতামত প্রদান করেছেঃ

১। বাংলাদেশ দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১): রুপকল্প ২০৪১ প্রণয়ন এর খসড়ার এর উপর মতামত প্রদান।

২। আবাসিক পর্যায়ে খোলা বাজার হতে প্রি-পেইড/স্মার্ট গ্যাস মিটার ক্রয় ও স্থাপন নীতিমালার উপর মতামত প্রদান।

৩। দেশজ প্রাকৃতিক তেল/গ্যাস অনুসন্ধান নীতিমালা, ২০১৯" খসড়া নীতিমালার উপর মতামত প্রদান।

৪। প্রাকৃতিক গ্যাস বরাদ্দ নীতিমালা ২০১৯" প্রণয়ণের উপর মতামত প্রদান

৫। Submission of proposals/requirements regarding Energy related fields for inclusion in the Calendar of Activities of SAARC Energy Centre (SEC) for the year 2021 উপর মতামত প্রদান

৬। গবেষণা ক্ষেত্রে নির্ধারণ এবং তথ্য গ্যাপ সংক্রান্ত উপর মতামত প্রদান ।

৭। Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon এ অনুস্বাক্ষর বিষয়ের উপর মতামত প্রদান ।

৮। আগামী ২০২০-২১ অর্থ বছরে 'ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা' শীর্ষক একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের লক্ষ্যে তথ্যাদি প্রেরণ ।

৯। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০ তে অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্যাদি/পরিসংখ্যানসহ প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে তথ্য প্রদান।

১০। Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP)-এর ৭৫তম অধিবেশন উপলক্ষে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উপস্থাপনের জন্য বক্তব্য প্রেরণ।

১১। 'Statistics of Civil Officers and Staff-2020 শীর্ষক পরিসংখ্যান পুস্তিকা প্রকাশের জন্য তথ্য তথ্য প্রদান।

১২। 'তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্তির লক্ষ্যে এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার (বিভাগীয় পর্যায় পর্যন্ত) সমন্বিত তথ্যাদি উপর তথ্য প্রদান।

১৩। একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভূক্তির জন্য পরিসংখ্যানগত হালনাগাদ তথ্য প্রদান।

১৪। Nationwide Climate Vulnerability Assessment (NCVA) এর খসড়া ডকুমেন্টের উপর মতামত প্রদান ।

১৫। দেশের বর্তমান ও দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি সরবরাহ চাহিদার তথ্য প্রদান ।

১৬। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের নিমিত্ত তথ্য/উপাত্ত প্রদান ।

১৭। Bangladesh's graduation from LDC category: Possible impact on Development Assistance শীর্ষক প্রস্তুতকৃত খসড়া ধারণা উপর মতামত প্রদান ।

চতুর্থ খন্ড

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের অর্জন

- বিদেশী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও দেশীয় জ্বালানী বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে জ্বালানী সেক্টরের উপর হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক বিশ্লেষণধর্মী কারিগরি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা
- পেট্রোবাংলা ও বিপিসি'র ব্যবহারের জন্য ৩টি সফটওয়ার ডেভেলপ করে পেট্রোবাংলা ও বিপিসি কে হস্তান্তর করা
- জানুয়ারী ২০০৯ এর পূর্বের কার্যক্রমের সাথে বর্তমান সরকারের কার্যক্রমের তুলনামূলক বিশ্লেষণ
- বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বর্ণনা (২০০২-২০০৮)
- বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প
- অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের অর্জনঃ

বিদেশী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও দেশীয় জ্বালানী বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে জ্বালানী সেক্টরের উপর হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক বিশ্লেষণধর্মী কারিগরি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছেঃ

- Oil and Gas:
  - Annual Gas Production & consumption 2009-2010,2010-2011,2011-2012,2012-2013,2013-2014,2014-2015, 2015-16, 2016-2017, 2017-2018 and 2018-2019
  - Monthly Gas Reserve & Production July 2004 - May 2020
  - Review of Techno-Economic Feasibility Study of Khalashpir Coal Mine
  - Feasibility Study for Setting Up a Straddle Plant for NGL Extraction and Fractionation at Ashuganj
  - Updated Report on Bangladesh Gas Reserve Estimation 2010
  - Future Scenarios for the Bangladesh Petroleum Sector Development
  - Final updated Report on Bangladesh Petroleum Potential and Resource Assessment 2010
  - Monitoring and Supervision Procedures for Exploration & Development Activities
  - Technical Auditing Procedures for Exploration & Development Activities
  - summary Report on Review of Upstream Activities, Existing PSCs, Other Relevant Contracts
  - Preliminary Study on Shale Gas Potentiality in Bangladesh.
  - Brief review of the Bangladesh PSC Terms
  - Bangladesh Petroleum Potential and Resource Assessment, 2001
  - Bangladesh Optimal Gas Utilization Study 2002
  - Bangladesh Gas Reserve Estimation 2003
  - Follow up of “Bangladesh Optimal Gas Utilization Study”
  - Historical Gas and Condensate Production
  - Guidelines for Exploration and Development Strategy
  - Report on Energy Economics
  - Report on Energy Scenario of Bangladesh 2009-2010,2010-2011,2011-2012,2012-2013,2013-2014,2014-2015, 2015-16, 2016-2017, 2017-2018 and 2018-2019
  - Field wise Depletion & Country wide Exploration Plans
  - Updated Report on Exploration and Production Activities
  - Activity Planning and Promotion of Exploration on Findings Report.
  - National Archive System Database Management Guidebook
  - Gas Demand and Market Analysis in Bangladesh
  - Report on Gas System Gain in Bangladesh

- Petroleum Refining and Marketing:
  - Review and Assessment Report on Refinery, Marketing, HSE and Policy & Regulations.
  - Recommendation Report on Refinery, Marketing, HSE and Policy & Regulations.
- Mining:
  - Coal Sector Development Strategy.
  - Review of the existing Mining Act, Rules and Regulations and Recommendations.
  - Review of the existing Mining operations of the Barapukuria Coal Mine and Recommendation on improvements.
  - Action Plan and Guidelines for development of CBM, UCG and Hard Rock Projects.
  - Mineral Resources Assessment.

- A Glossary of Terms Generally used in Petroleum and Mineral Resources Industry
- Bangladesh Energy Sector Master Plan 2020-2041

পেট্রোবাংলা ও বিপিসি'র ব্যবহারের জন্য নিম্নোক্ত ৩টি সফটওয়ার ডেভেলপ করে পেট্রোবাংলা ও বিপিসি কে হস্তান্তর করা হয়েছেঃ

- Petroleum System Modeling (PetroMod) Software টির মাধ্যমে Sedimentary Basin এর Petroleum System Modeling তৈরী করে Hydrocarbon Reservoir সম্পর্কিত বিবিধ ভূ-তাত্ত্বিক ধারণা পাওয়া যাবে।
- Cost Database Software Develop করে Demonstration করা হয়েছে। এই Software এর মাধ্যমে দেশের গ্যাস ক্ষেত্রসমূহে দেশী ও বিদেশী কোম্পানী কর্তৃক অনুসন্ধান কার্যক্রম হতে শুরু করে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সকল পর্যায়ের যাবতীয় হিসাব-নিকাশ পাওয়া যাবে।
- PDMS (Petroleum Database Management System) Software Develop করে Demonstration করা হয়েছে। উক্ত SOFTWARE এর মাধ্যমে পেট্রোলিয়াম পন্য আমদানি, সরবরাহ, মজুদ ও বিপণন সম্বলিত প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত সংরক্ষণ করা যাবে।

জানুয়ারী ২০০৯ এর পূর্বের কার্যক্রমের সাথে বর্তমান সরকারের কার্যক্রমের তুলনামুলক বিশ্লেষণঃ

ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত সেক্টর ভিত্তিক প্রতিবেদন/ওয়ার্কশপ/সেমিনার সংখ্যা	সেক্টর ভিত্তিক প্রতিবেদন/ওয়ার্কশপ/সেমিনার	জুন ২০২০ পর্যন্ত সেক্টর ভিত্তিক প্রতিবেদন/ওয়ার্কশপ/সেমিনার এর সংখ্যা
১০৩	**Oil and Gas** সেক্টরের উপর হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক বিশ্লেষণধর্মী কারিগরি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়ে।	২৩৮
০০	**Petroleum Refining and Marketing** এর উপর হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক বিশ্লেষণধর্মী কারিগরি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।	০২
০০	**Mining** এর উপর হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক বিশ্লেষণধর্মী কারিগরি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।	০৫
০০	**Workshop/Seminar**	৪০

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বর্ণনা (২০০২-২০০৮):

ক্রমিক নয়	প্রকল্প (মেয়াদকাল)/কার্যক্রম	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম/উদ্দেশ্য	আর্থিক সংশ্লিষ্টতা (লক্ষ টাকায়)			জনকল্যাণে ভূমিকা	আর্থ সামাজিক সূচকে অবদান	মন্তব্য
			প্রাক্কলিত ব্যয়	অগ্রগতি				
				ব্যয়	%			
জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প:								
১।	স্ট্রেংদেনিং অব দি হাইড্রোকার্বন ইউনিট ইন দি এনার্জি এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস ডিভিশন (ফেইজ-১) (৩য় সংশোধিত) (জুলাই ১৯৯৭ হতে জুন ২০০৫)	হাইড্রোকার্বন ইউনিটের আইনগত ও বিধিগত ভিত্তি তৈরি করা এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিটের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদ্ধতি নির্ধারণ।	১৩১৩.৫৯	১২৩২.০০	৯৪% (বাস্তব ১০০%)	হাইড্রোকার্বন ইউনিট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক সংস্থা সৃজিত হয়েছে।	হাইড্রোকার্বন ইউনিট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আর্থ সামাজিক সূচকে অবদান রাখছে।	
২।	স্ট্রেংদেনিং অব দি হাইড্রোকার্বন ইউনিট ইন দি এনার্জি এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস ডিভিশন (ফেইজ-২) (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কারিগরী দক্ষতা অধিকতর উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক টেকসইকরণের মাধ্যমে দেশের তৈল, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ সেক্টরের সঠিক পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্যাদি প্রদান এবং পর্যালোচনার মাধ্যমে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ ও সহায়তাকরণ।	৩৬৯৭.৮০	৩৫৭১.৫০	৯৭% (বাস্তব ১০০%)	তৈল, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ সেক্টরের প্রস্তুতকৃত কারিগরী প্রতিবেদনগুলো দেশের জ্বালানি সেক্টরের পরিকল্পনা গ্রহণে বিশেষ ভুমিকা রাখছে।	কারিগরী প্রতিবেদনগুলো দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।	

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

- প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত Capacity Building of Human Resources and Petroleum Resource Management শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের ওপর বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (এসপিইসি)'র গত ২৪-১২-২০১৭ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টিএপিপি পুনর্গঠন করে গত ৩১-০৫-২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডঃ

- জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক চাহিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন ও মতামত প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ।
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। নিয়োগ বিধিমালার অধীনে রাজস্ব খাতের জনবলের নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। বর্তমানে সীমিত জনবল দিয়ে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সার্বিক কর্মকান্ড চলমান রয়েছে। সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের উপর নিয়মিত সেমিনার/ওয়ার্কশপ এর আয়োজন করা হচ্ছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

- সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System) এর আওতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সঙ্গে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সাক্ষর হয়। সাক্ষরিত কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০১৯-২০ হাইড্রোকার্বন ইউনিটের অর্জন ৮৮.৪০%

সিনিয়র সচিব জ্বালানি ও খনি সম্পদ বিভাগ এবং মহাপরিচালক হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) সাক্ষরিত ও হস্তান্তরিত হয়।

পঞ্চম খন্ড

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে অর্জন

- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে সাফল্য ও সম্ভাবনা
- এক নজরে গ্যাস উৎপাদন ও এল এন জি আমদানি চিত্র
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে উন্নয়নের চিত্র
- এক নজরে গ্যাস সেক্টর জুন, ২০২০
- তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) চিত্র
- বাংলাদেশের অন্যান্য খনিজ সম্পদের চিত্র
- সুনীল অর্থনীতির (Blue Economy) চিত্র
- জ্বালানি নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম
- জ্বালানি খাতে ICT তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের চিত্র
- জ্বালানি খাতে আইন, নীতি, বিধি, পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয়ের চিত্র

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে সাফল্য ও সম্ভাবনা

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রধান উৎস হচ্ছে জ্বালানি। বর্তমান সরকার জ্বালানি খাত উন্নয়নের অপরিহার্যতা যথাযথভাবে অনুধাবন করে জ্বালানি খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সকল দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তন্মধ্যে ০৯ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে বিদেশী তেল কোম্পানীর নিকট হতে ৫টি গ্যাস ফিল্ড ক্রয়ের মাধ্যমে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিতকরণ ছিল অন্যতম। সেই যুগান্তকারী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প-২০২১ (মধ্যম আয়ের দেশ) এবং রূপকল্প-২০৪১ (উন্নত দেশের মর্যাদা) অর্জনে জ্বালানি খাতে পূর্ণ নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন গঠনমূলক ও ফলপ্রসু কর্মকান্ডের মাধ্যমে একনিষ্ঠভাবে কাজ করছে।

বিশ্বায়ন ও খোলা বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের আবিষ্কার এবং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পিত ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। এছাড়া, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০ -এর বাস্তবায়নাধীন ১৭টি লক্ষ্যের অন্যতম সবার জন্য টেকসই জ্বালানি নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ এবং এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাসমূহ এসডিজি'র আলোকেই নির্ধারণ করেছে।

দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার-কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সিএনজি এবং গৃহস্থালীতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশজ প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষণরোধসহ কাঙ্খিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভবপর হচ্ছে। ২০০৯ সালে যেখানে দৈনিক গ্যাসের গড় উৎপাদন ছিল প্রায় ১৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট, বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় ২৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুট।

জ্বালানি তেল দেশের পরিবহন খাত, কৃষি খাত, বিদ্যুৎ, শিল্প-কারখানা ইত্যাদি সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমান সরকার জানুয়ারি ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি সারা দেশে জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রেখেছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জ্বালানি তেলের Supply Chain এ কোনরূপ সংকট/প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়নি।

ফলশ্রুতিতে ২০০৮-০৯ সালে দেশে যেখানে বানিজ্যিক জ্বালানির সরবরাহ ছিল ১৯.৯২ Mtoe, সেখানে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০.৭৯ Mtoe (bio-fuel অন্তর্ভুক্ত নয়), প্রাথমিক জ্বালানির ব্যবহার হয়েছে ৫০.৮৮ Mtoe (bio-fuel সহ) যা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।

এক নজরে গ্যাস উৎপাদন ও এল এন জি আমদানি চিত্র

গ্যাস ইনিশিয়ালী ইন প্লেস (Proven + Probable)	৪০,০৯২.১৯	বিসিএফ	৪০.০৯	টিসিএফ
আহরণযোগ্য (Proven + Probable)	৩০,০৫৫.৪০	বিসিএফ	৩০.০৫	টিসিএফ
গ্যাস উৎপাদন জুন ২০২০	৭৫.৭৫	বিসিএফ	০.০৮	টিসিএফ
ক্রমপুঞ্জীত উৎপাদন জুন ২০২০ পর্যন্ত	১৭,৭৯২.৩৬	বিসিএফ	১৭.৭৯	টিসিএফ
অবশিষ্ট রিজার্ভ	১২,২৬৩.০৪	বিসিএফ	১২.২৬	টিসিএফ
এল এন জি আমদানি জুন ২০২০	১৫.৪২	বিসিএফ	০.০২	টিসিএফ
এল এন জি আমদানি জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০	২০২.৮৮	বিসিএফ	০.২০	টিসিএফ
ক্রমপুঞ্জীত এল এন জি আমদানি আগস্ট ২০১৮ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত	৩১৮.৭৭	বিসিএফ	০.৩২	টিসিএফ

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে উন্নয়নের চিত্র

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সনের ৯ই আগস্ট জ্বালানি নিরাপত্তা ভীত রচন করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অক্লান্ত পরিশ্রম, দূরদর্শী ও গতিশীল নেতৃত্বে সমুদ্র বিজয় সহ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিগত সময়ের (২০০২-২০০৮) তুলনায় বর্তমান (২০০৯-২০২০) সরকারের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে উন্নয়নের চিত্র নিম্নে তা ছক আকারে দেখানো হলোঃ

কার্যক্রম	সরকারের সময়কাল ২০০২-২০০৮	সরকারের সময়কাল ২০০৯- জুন,২০২০
দ্বিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে (লাইন কিঃ মিঃ)	১,৬৪৩ (বাপেক্স) ও ১,০৩৭ (আইওসি)	১০,২৩১ (বাপেক্স) ও ১১,৬৯১ (আইওসি)
ত্রিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে (বর্গ কিঃ মিঃ)	৭৬৬ (আইওসি)	৪০৭০ (বাপেক্স) ও ৭১৬ (আইওসি)
ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ (লাইন কিঃ মিঃ)	৫৫৭ (বাপেক্স)	১৪০৯ (বাপেক্স) ও ১৮,১৭১ (আইওসি)
নূতন স্ট্রাকচার আবিষ্কার	৩টি (বাপেক্স)	২২টি (বাপেক্স)
অনুসন্ধান কূপের সংখ্যা	২টি (১টি বাপেক্স ও ১টি আইওসি)	১৯ টি (১২টি বাপেক্স, ২টি এসজিএফএল ও ৫টি আইওসি)
উন্নয়ন কূপের সংখ্যা	৬টি	১১টি
ওয়ার্কওভার কূপের সংখ্যা	৪টি	৪২টি (৩৭টি বাপেক্স ও ৫টি আইওসি)
খনন রিগ ক্রয়	-	৪টি
কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন	-	-
আবিস্কৃত গ্যাসক্ষেত্র	১টি (আইওসি)	৪টি (বাপেক্স) সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ ও ভোলা নর্থ
গড় দৈনিক গ্যাস উৎপাদন	১,২০০-১,৫৫০ মিলিয়ন ঘনফুট	১,৭৪৪-২,৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুট
গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা বর্ধন (দৈনিক মিলিয়ন ঘনফুট)	৩৫০	১,৫০৩ (সামগ্রিক) ১,০০৬ (নীট)
গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন	৭৩ কিলোমিটার	১০৮৪ কিলোমিটার
উৎপাদনক্ষম কূপের সংখ্যা	৭৮	১১২
ক্রমপুঞ্জীভূত গ্যাস উৎপাদন (বিসিএফ)	২২৮২	৭২৬১
গ্যাসের গ্রাহক সংখ্যা	২০ লক্ষ (প্রায়)	৪১.৮০ লক্ষ
গ্যাস প্রি-পেইড মিটার স্থাপন	-	২১০,০৬১ টি
কয়লা উৎপাদন	৬.৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন	৯৮.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন
কঠিন শিলা উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	০.৬৯	৪৩.৫০
বিপিসির মোট মজুদ ক্ষমতা (লক্ষ মে. টন)	৯.০ (২০০৮-০৯)	১২.৫০ (২০১৮-১৯)
জ্বালানি তেলের চাহিদা	৩৩.২৬ লক্ষ মেঃটন (২০০৮-০৯)	৮২.৫০ লক্ষ মেঃটন (২০২০-২১)
এলপিজি উৎপাদন ও বিপণন (মেট্রিক টন)	৪৫,০০০ (পয়তাল্লিশ হাজার)	প্রায় ৮.৫০ লক্ষ
প্রাথমিক বানিজ্যিক জ্বালানি সরবরাহ	১৯.৯০ MTOE (২০০৮-০৯)	৪০.৭৯ MTOE (২০১৮-১৯)

প্রাকৃতিক গ্যাস

চিত্র: ভোলা গ্যাস ফিল্ড

এক নজরে গ্যাস সেক্টরের চিত্র (জুন, ২০২০)

বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ
মোট গ্যাসক্ষেত্র	২৭ টি
মোট উৎপাদনরত গ্যাসক্ষেত্র	১৯ টি
উৎপাদনরত মোট কূপের সংখ্যা	১১২ টি
বর্তমান গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা	২,৪২৩.৩১ এমএমসিএফডি
বর্তমান এল এন জি আমদানি ক্ষমতা	৫৫৪.৩২ এমএমসিএফডি
বর্তমান গ্যাস উৎপাদন ও এল এন জি আমদানি ক্ষমতা	২৯৭৭.৬২ এমএমসিএফডি
সর্বোচ্চ গ্যাস উৎপাদনের তারিখ (০৬ মে, ২০১৫)	২,৭৮৫.৮ এমএমসিএফডি
মোট প্রাক্কলিত গ্যাসের মজুদ (প্রমাণিত+সম্ভাব্য)	৩০.০৬ টিসিএফ
প্রারম্ভ হতে মোট গ্যাস উৎপাদন (জুন, ২০২০)	১৭.৭৯ টিসিএফ
বর্তমান অবশিষ্ট গ্যাসের মজুদ (প্রমাণিত+সম্ভাব্য), জুন, ২০২০	১২.২৬ টিসিএফ
বর্তমান দৈনিক চহিদা	৩,৫০৮ এমএমসিএফডি এর অধিক
বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা	৪১.৮০ লক্ষ

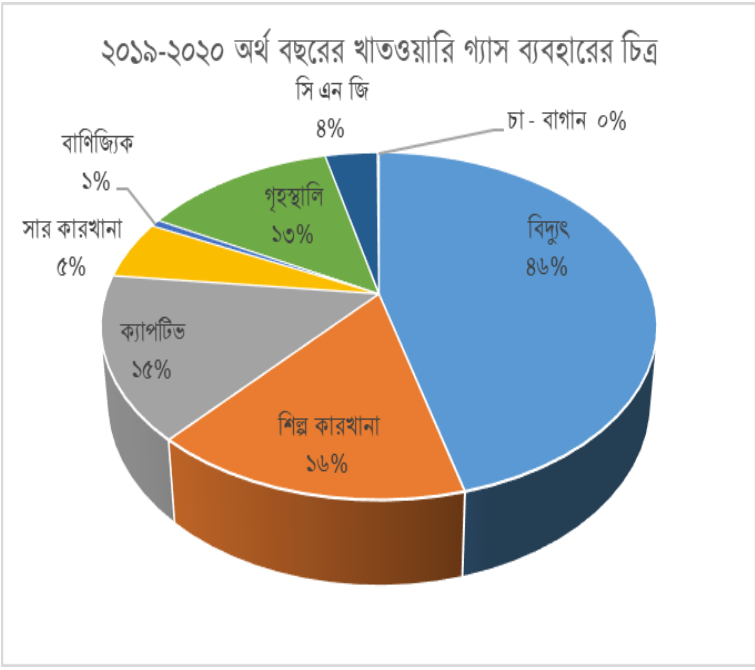

তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) চিত্র

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে সরকার বিদেশ থেকে এলএনজি আমদানীর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ।

- **ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল:**

- FSRU স্থাপনের জন্য Excelerate Energy, Singapore এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতিমধ্যে কক্সবাজার জেলার মহেশখালিতে ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে দৈনিক ৫০০ এমএমসিএফডি এলএনজি জাতীয় গ্রিডে যোগ হচ্ছে ।
- কক্সবাজার জেলার মহেশখালিতে SUMMIT LNG Terminal Co. (Pvt) Ltd.- এর মাধ্যমে দৈনিক ৫০০ এমএমসিএফডি এলএনজি আমদানির জন্য চুক্তি (BOOT) স্বাক্ষরিত হয়েছে। জানুয়ারি ২০১৯ সালের মধ্যে আরো ৫০০ এমএমসিএফডি এলএনজি জাতীয় গ্রিডে যোগ হবে।
- BOOT ভিত্তিতে Reliance Power Limited, India কর্তৃক কুতুবদিয়ায় ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন কার্যক্রমের তাদের প্রস্তাব নিয়ে নেগোসিয়েশন চলছে।
- BOOT ভিত্তিতে Honkong Shanghai Manjala Power Ltd. Co. (HSMPL) with Global LNG & Petronas. কর্তৃক কুতুবদিয়ায় ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন FSRU ও Fixed Jetty Based LNG Receiving Terminal স্থাপনের জন্য স্টাডি কার্যক্রম চলমান আছে।

চিত্র: মহেশখালী এল এন জি টার্মিনাল

❖ স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল:

- China Huanqui Contracting & Engineering Corp. (HQC) and China CAMC Engineering Co. Ltd কনসোর্টিয়াম কর্তৃক মহেশখালীতে ১০০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন Land Based LNG Terminal স্থাপন প্রস্তাবের বিষয়ে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদন করছে। প্রকল্পটি ফিজিবল হলে পরবর্তী নেগোসিয়েশন করা হবে।
- Petronet India Limited কর্তক কুতুবদিয়ায় ১০০০ এএমসিএফ ক্ষমতাম্পন্ন স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি ফিজিবল হওয়ায় তাদের সাথে একটি টার্মসিট স্বাক্ষর করা হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে নেগোসিয়েশন শুরু হয়েছে।
- পেট্রোবাংলার অর্থায়নে পায়রা বন্দর, কুতুবদিয়ার অবশিষ্টাংশ ও মহেশখালির অবশিষ্টাংশে স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের ফিজিবিলিটি স্টাডির জন্য Tokyo Gas, Japan কে পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। ফিজিবিলিটি স্টাডি শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ফিজিবল হলে উক্ত স্থানসমূহের একটি বা দুটি স্থানে স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন করা হবে।

❖ এলএনজি আমদানি:

- কাতার থেকে এলএনজি আমদানির জন্য কাতারের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান RasGas এর সাথে G to G ভিত্তিতে এলএনজি ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। বাৎসরিক ১.৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন এলএনজি আমদানি করা হবে, তবে এই পরিমান বাৎসরিক ২.৫ মিলিয়ন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে। চুক্তির মেয়াদ ১৫ বৎসর।
- ওমান হতে বছরে ০.৫ হতে ১.০ (এক) মিলিয়ন মেট্রিক টন এলএনজি ক্রয়ের জন্য Oman Trading International (OTI)-এর সাথে পেট্রোবাংলা গত ৬ মে, ২০১৮ তারিখ LNG Sales Purchase Agreement (SPA) স্বাক্ষর করে। বর্ণিত চুক্তির মেয়াদ ১০ বছর। এছাড়া, এলএনজি ক্রয়ের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে পেট্রোবাংলা Letter of

Intent (LOI)/ SPA স্বাক্ষর/অনুস্বাক্ষর করেছে। গ্যাসের চাহিদার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

- ইতোমধ্যে স্পট মার্কেট হতে এলএনজি ক্রয়ের জন্য ত্রিশটি প্রতিষ্ঠানকে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে শীঘ্রই চূড়ান্ত Master Sales Purchase Agreement (MSPA) স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশের অন্যান্য খনিজ সম্পদের চিত্র

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত আবিস্কৃত খনিজ সম্পদের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

খনিজ সম্পদের নাম	প্রাপ্তি স্থান	আনুমানিক মজুদ	দেশে-বিদেশে সম্ভাব্য চাহিদা
চুনাপাথরঃ	জয়পুরহাট, জয়পুরহাট বাগালী বাজার, সুনামগঞ্জ টাকেরঘাট ও লালঘাট, সুনামগঞ্জ কাজীপাড়া ও পারানগর, ধামুরহাট, নওগাঁ আগাইর, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট চাকুপাড়া-মাসিদপুর, হাকিমপুর, দিনাজপুর তাজপুর, বিলাসবাড়ী, বদলগাছি, নওগাঁ	১০০ মিলিয়ন টন ১৭ মিলিয়ন টন ১২.৯ মিলিয়ন টন মজুদ নিরুপণ করা হয়নি মজুদ নিরুপণ করা হয়নি মজুদ নিরুপণ করা হয়নি মজুদ নিরুপণ করা হয়নি	সিমেন্ট এবং চুন উৎপাদনে
সাদামাটিঃ	বিজয়পুর, নেত্রকোনা বড়পুকুরিয়া, দিনাজপুর মধ্যপাড়া, দিনাজপুর আগাইর, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট	২.৫ মিলিয়ন টন ২৫ মিলিয়ন টন ১৫ মিলিয়ন টন মজুদ নিরুপণ করা হয়নি	তৈজসপত্র, ইন্সুলেটর, সেনেটারী সামগ্রী, সিরামিক, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন টালি, ইত্যাদি। এছাড়াও কাগজ, চিনি, সিমেন্ট, রাবার-প্লাষ্টিক শিল্প, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রিতে ব্যবহার করা হয়।
কাঁচবালিঃ	বড়পুকুরিয়া, দিনাজপুর মধ্যপাড়া, দিনাজপুর নয়াপাড়া-শাহজীবাজার, হবিগঞ্জ চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা বালিজুড়ি, শেরপুর	৯০ মিলিয়ন টন ১৭.২৫ মিলিয়ন টন ৮ মিলিয়ন টন ০.৩০ মিলিয়ন টন ০.৭০ মিলিয়ন টন	জানালার কাঁচ, হারিকেনের চিমনি, ঔষধের বোতল, রঙ্গীন কাচঁ তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয়।
কঠিনশিলাঃ	মধ্যপাড়া, দিনাজপুর	১১৫ মিলিয়ন টন (আহরণযোগ্য)	নির্মাণ শিলা, নদী নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, নদী শাসন, নদীর ভাঙ্গন রোধ, সেতু নির্মাণ, টাইলস নির্মাণ ইত্যাদি
নুড়িপাথরঃ	ভোলাগঞ্জ এলাকা,সুনামগঞ্জ পঞ্চগড়-তেতুঁলিয়া,পঞ্চগড় পাটগ্রাম, লালমনিরহাট চট্রগ্রাম পার্বত্য এলাকা ডাউকি-জাফলং এলাকা, সিলেট	৪ মিলিয়ন ঘন মিটার ২.৫ মিলিয়ন ঘন মিটার ০.৮৮ মিলিয়ন ঘন মিটার ১ মিলিয়ন ঘন মিটার আনুমানিক ২ মিলিয়ন ঘন মিটার	রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ, দালানকোঠা, ইত্যাদি নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হয়।
নির্মাণ বালিঃ	দেশের সর্বত্র	অফুরন্ত	নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হয়।
ভারী খনিজ বালিঃ	কক্সবাজার টেকনাফ সৈকত, ছোট দ্বীপ (মাতার বাড়ী, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া, মহেশখালি দ্বীপের সমুদ্র সৈকতসহ ৭টি এলাকা) কুয়াকাটা ও মনপুরা দ্বীপ ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর বালুচর এলাকা	০.৯৫ মিলিয়ন টন ইলমেনাইট ০.১৯ মিলিয়ন টন জিরকন ০.৮৮ মিলিয়ন টন লিউকক্সিন ০.০৮ মিলিয়ন টন মেগনেটাইট ০.০৭ মিলিয়ন টন রুটাইল ০.০২ মিলিয়ন টন মোনাজাইট উল্লেখযোগ্য পরিমাণ	ওয়েল্ডিং, ধাতুগলন ও ধাতুমল, রঞ্জক ও বিস্ফোরক, উড়োজাহাজের কাঠামো, জেট ইঞ্চিন, মিসাইল তৈরীতে, তাপ রোধন, লবনাক্ততা দূরীকরণে, রিফ্রাক্টরী ইট, আনবিক চুল্লীতে, ঔষধ ও সাবান শিল্পে, বৈদ্যুতিক লাইনার ও টেলিভিশন টিউবে ব্যবহার করা হয়।

সুনীল অর্থনীতির (Blue Economy) চিত্র

জাতিসংঘের সমুদ্র বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল এবং আন্তর্জাতিক সালিশী আদালতের রায়ে বাংলাদেশের অর্জিত জলসীমায় সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ।

সমুদ্র সম্পদ আহরণ (Blue Economy) এর নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রম:

জাতিসংঘের সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল এবং আন্তর্জাতিক সালিশী আদালতের রায়ের ফলে বাংলাদেশের ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্র এলাকা অর্জিত হয়েছে যা দেশের আয়তনের প্রায় ৮২ শতাংশ। সমুদ্র বিজয় এ সরকারের এক বিশাল অর্জন। সমুদ্রের সকল সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে ২০১৪ সালে সমুদ্র জয় করার পর নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে:

(i) **ব্লু-ইকনোমি সেল গঠন:** সমুদ্রের সকল সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা সমন্বয় করার লক্ষ্যে একটি অস্থায়ী ব্লু-ইকনোমি সেল গঠন করা হয়। উক্ত অস্থায়ী সেলকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য সেলটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম মনিটরিং করার পাশাপাশি সমুদ্র সম্পদ ব্যবহারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে মাল্টিরোল অফশোর সার্ভে ও গবেষণা জাহাজ ক্রয়/সংগ্রহ করা অন্যতম।

সমুদ্র সম্পদ আহরণে প্রস্তাবিত সার্ভে ভেসেল

(ii) **অফশোর মডেল পিএসসি-২০১৮ ও অনশোর মডেল পিএসসি-২০১৮:** সমুদ্রাঞ্চলের তেল, গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বিদেশী তেল কোম্পানিকে আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যমান মডেল পিএসসি-কে সংশোধন, পরিমার্জন করে আকর্ষণীয় করা হয়েছে এবং পৃথকভাবে অনশোর মডেল পিএসসি-২০১৮ এবং অফশোর মডেল পিএসসি-২০১৮ প্রস্তুত করে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

জ্বালানি নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম

বর্তমানে বিশ্বের প্রতিটি দেশের মত বাংলাদেশের জন্যও 'জ্বালানি নিরাপত্তা' একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ই আগস্ট জ্বালানি নিরাপত্তার ভীত রচনা করেছিলেন। বাংলাদেশে কিছু পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস থাকলেও তরল জ্বালানি নেই বললেই চলে। গ্যাস ফিল্ড সমূহের কন্‌ডেন্‌সেট থেকে প্রাপ্ত অতি অল্প পরিমানে তরল জ্বালানি ব্যতীত দেশের জ্বালানি তেল চাহিদার সিংহভাগই আমদানী করতে হয়। এ দিকটি বিবেচনায় রেখে ভবিষ্যতে জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ ও যোগান নিশ্চিত করতে সাম্প্রতিক সময়ে জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে সকল কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে, তার বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

২০৪১ সাল নাগাদ গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত উদ্যোগ নেয়া হচ্ছেঃ	
পেট্রোবাংলা (প্রধান যোগানদাতা)	১,৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট/ দৈনিক
FSRU প্রজেক্ট (ভাসমান মজুদ ব্যবস্থা ও পুনঃ গ্যাসীকরণ ইউনিট) ২০১৯-২০২৩ পর্যন্ত phase ১, ২ এবং ৩	১,৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট/ দৈনিক
স্থল LNG টার্মিনাল (জ্বা. খ. স. বি. এবং বিদ্যুৎ বিভাগ – ২০৪১ এর মধ্যে)	৩,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট/ দৈনিক
পাইপলাইনের মাধ্যমে LNG আমদানী (২০৩২-২০৪১ পর্যন্ত)	৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট/ দৈনিক
সর্বমোট	**৬,৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট/ দৈনিক**

২০৪১ সাল নাগাদ জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত উদ্যোগ নেয়া হচ্ছেঃ	
ইস্টার্ন রিফাইনারি (ERL) বর্ধিতকরণ (পূর্ব ক্ষমতা ১.৫ মিলিয়ন টন)	৪.৫ মিলিয়ন টন
KPC 'র নতুন কমপ্লেক্স	৮.০ মিলিয়ন টন
আমদানীকৃত পরিশোধিত তেল	২০.০ মিলিয়ন টন
সর্বমোট	**৩২.৫ মিলিয়ন টন**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অক্লান্ত পরিশ্রম, দূরদর্শী ও গতিশীল নেতৃত্বে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতির পাশাপাশি "সমুদ্র বিজয়" আমাদের সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। বাংলাদেশের পূর্বে মিয়ানমার ও পশ্চিমে ভারত গ্যাস পেয়েছে; মাঝখানে বেঙ্গল বেসিনের অগভীর ও গভীর সমুদ্রের ২৩ টি ব্লক নিয়ে বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চল। অগভীর সমুদ্রে সাঙ্গু ও কুতুবদিয়া গ্যাস ক্ষেত্র আছে। গভীর সমুদ্রের ব্লক-১২ ও ১৬ -এর পূর্বে মিয়ানমারে গ্যাস ক্ষেত্র আছে। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলেও গ্যাস মজুদ থাকার অপার সম্ভাবনা রয়েছে।

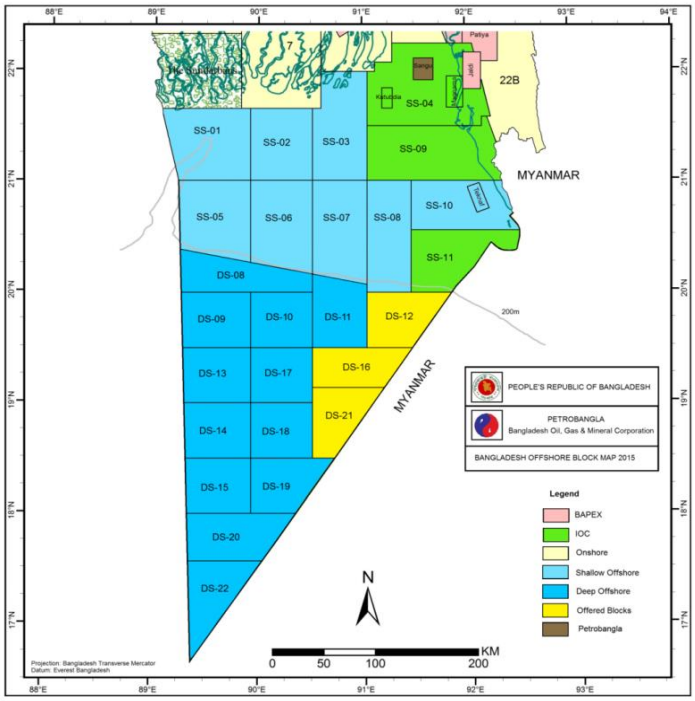

- অগভীর সমুদ্রাঅঞ্চলে ব্লক shallow sea (ss)-11 এ প্রায় ৩২০০ লাইন কিলোমিটার ২ ডি সিসমিক সার্ভে পরিচালনা করে সংগৃহিত ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন সম্পন্ন করেছে- যা থেকে বেশ কয়েকটি সম্ভাবনাময় prospect চিহ্নিত করা হয়েছে। গত এপ্রিল ২০১৮ এ ৩০০ বর্গ কিমি ৩ ডি সিসমিক সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে।
- অগভীর সমুদ্রাঅঞ্চলে ব্লক ss-4 এবং ব্লক ss-9 ১ম ধাপে ৩,০১০ লাইন কিলোমিটার ২ ডি মেরিন সিসমিক সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে। ২য় ধাপে আরও প্রায় ২০৬০ লাইন কিলোমিটার ২ডি OBS(Ocean Bed Cable) Seismic Survey কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। ইতোমধ্যে ১টি অনুসন্ধান কূপ খননের জন্য স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ব্লক দুটিতে ২০১৮ সালে ৩ টি অনুসন্ধান কূপ খননের পরিকল্পনা রয়েছে।
- গভীর সমুদ্রের Deep See (DS)-12 ব্লকে তেল - গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম চালানোর জন্য ৩৫৬০ লাইন কিলোমিটার ২ ডি সিসমিক সার্ভেসহ ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন সম্পন্ন হয়েছে।

জ্বালানি খাতে ICT তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের চিত্র

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনস্থ -

- প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব ওয়েবসাইট পরিচালনার মাধ্যমে দেশের মানুষকে নিজেদের কর্মকান্ডের হালনাগাদ তথ্য অবহিত করছে;
- অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব সার্ভার, LAN প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ডিজিটাল তথ্য ভান্ডার তৈরি করেছে এবং অভ্যন্তরীণ ফাইল আদানপ্রদান, ডাটা শেয়ার অনেকাংশে সহজ ও কর্মবান্ধব করেছে;
- SCADA (Supervisory control and data acquisition) সিস্টেমের মাধ্যমে GTCL গ্যাস সঞ্চালন ব্যবস্থা মনিটরিং করছে;

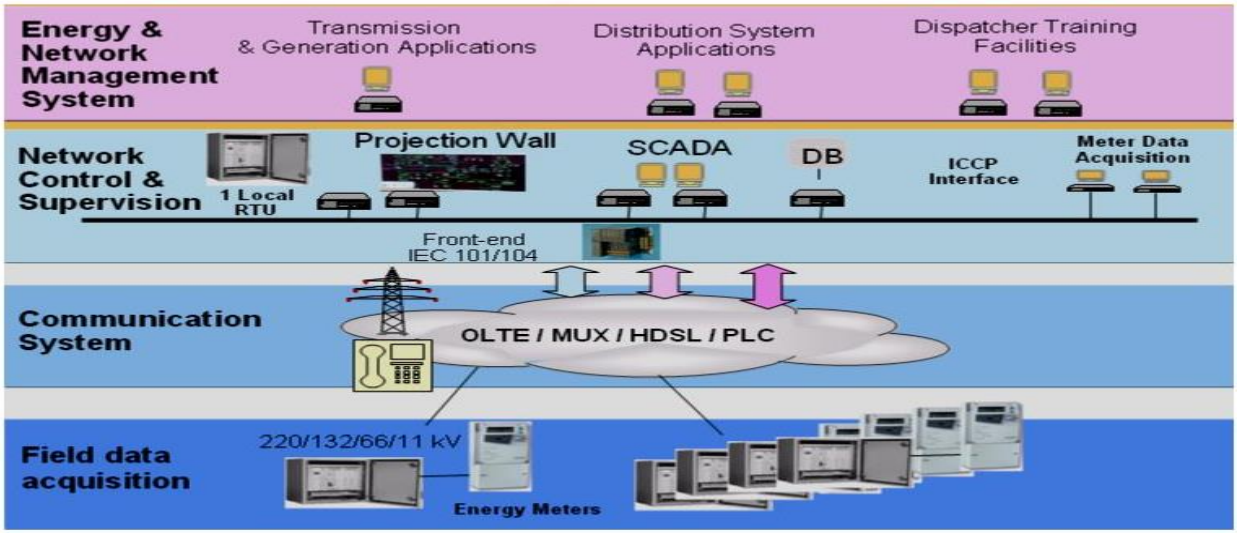

চিত্র: Energy and Network Management System using SCADA

- অনেক প্রতিষ্ঠান সামাজিক যোগাযোগ সাইটসমূহের (যেমন- Facebook) মাধ্যমে অতি দ্রুত জনসাধারণের নিকটে উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের খবর পৌঁছে দিচ্ছে।
- e-filing, e-tendering অচিরেই বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- প্রশাসন, বিপণন, রাজস্ব, পে-রোল, হিসাব, ভান্ডার, গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যাদি, ভূকম্পন জরীপ, ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক, রিজার্ভয়ার সমীক্ষা, গ্যাস সঞ্চালন ও মনিটরিং ইত্যাদি কার্যক্রমে বিভিন্ন কাস্টমাইজড সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে;
- পেট্রোবাংলা ও আওতাধীন কোম্পানীসমূহে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে দক্ষতা, গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি বিপণন কোম্পানীসমূহের গ্রাহক সেবার মানেরও উন্নতি হচ্ছে।

জ্বালানি খাতে আইন, নীতি, বিধি, পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয়ের চিত্র

বাংলাদেশের প্রকৃতিক খনিজ সম্পদ যথাপুযুক্তভাবে আহরণ, বিপণন এবং সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কতিপয় যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করেছে-

- বর্তমান সরকার প্রাকৃতিক গ্যাস ও উহার সহজাত তরল হাইড্রোকার্বন (Associated Liquid Hydrocarbon) এর সঞ্চালন, বিতরন, বিপণন, সরবরাহ ও মজুদের উদ্দেশ্যে এবং উহাদের যথার্থ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ গ্যাস আইন ২০১০ প্রণয়ন করেছে।
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- গ্যাস বিপণন নিয়ামাবলী, ২০১৪ (বণিজ্যিক, শিল্প, মৌসুমী, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি ও চা-বাগান গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য) প্রণয়ন করা হয়েছে।
- পেট্রোলিয়াম আইন, ১৯৩৪ বাতিল করে নতুনভাবে পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ বাতিল করে বাংলাদেশ প্রেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (অটো-গ্যাস) রিফুয়েলিং স্টেশন ও রূপান্তর ওয়ার্কশপ স্থাপন, পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট নীতিমালা, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছ।
- বায়ো-ইথানল প্ল্যান্ট স্থাপন এবং পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে।

আসুন, যানবাহনসমূহকে অটোগ্যাসে রূপান্তর করি...
জাতীয় সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাস সাশ্রয় করি...

facebook

"Energy misused, cannot be excused"

-আমাদের ঘরে যদি এখনো কয়েল স্টার্টার যুক্ত টিউবলাইট থেকে থাকে, আসুন আজই LED টিউবলাইট দ্বারা প্রতিস্থাপন করি।

"আসুন আমাদের জাতীয় সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাস সাশ্রয় করি"

১। LPG ব্যবহার করুন..
অবৈধ গ্যাস সংযোগ থেকে বিরত থাকুন
২। CNG নয়, অকটেন দিয়ে গাড়ি চালান...
গাড়ির ইঞ্জিনের আয়ুষ্কাল বাড়ান

HYDROCARBON UNIT ON FACEBOOK

চলুন আজই যানবাহনসমূহ AUTO GAS (LPG) এ রূপান্তর করি...

* CNG এর তুলনায় LPG কনভার্শনে ৫০% কম খরচ হয়
* ৩-৫ মিনিটে ট্যাংকে ফুয়েল ভর্তি হয়, লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার প্রয়োজন পরে না
* CNG এর তুলনায় সিলিন্ডারে জায়গা, ওজন ও প্রেশার কম দরকার
* রক্ষণাবেক্ষণের খরচ কম
* পেট্রোলের তুলনায় AUTO GAS -এ খরচ প্রায় ৫০% কম
* গ্যাসোলিন ও ডিজেলের তুলনায় নিঃসরণ কম

Hydrocarbon Unit

Energy & Mineral Resources Division
Ministry of Power, Energy & Mineral Resources
153, Pioneer Road
Segunbagicha, Dhaka-1215
w w w . h c u . o r g . b d